

শ୍ରী শ୍ରী প্রেম বিবর্ত

শ্রীগৌর-পার্বদ
শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত-বিরচিত

শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।



শ্রী শ্রী গুরু-গোরাচৌ ভয়তঃ

শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত

শ্রীগৌরপার্বদপ্রবর

শ্রীল জগদানন্দ গঙ্গিত বিরচিত,

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রচারিত,

শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের

প্রের্ত ও অধঃস্তন আচার্য

ভাগবত-পরমহংস শ্রীল ভক্তিবিনাস তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত

সপ্তম সংস্করণ

পুনর্মুদ্রণ—শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি, ৪২৭ শ্রীগৌরাব্দ ।

(ভিক্ষা ৩-০০ টাকা)

এই ‘প্রেমবিবর্ত’-গ্রন্থে সেরূপ ক্রম নাই। গ্রন্থকার স্বয়ং বলিতেছেন ;—

“যখন যাহা মনে পড়ে গৌরাঙ্গ-চরিত ।

তাহা লিখি হইলেও ক্রম-বিপরীত ॥”—প্রেমবিবর্ত ।

গ্রন্থকার কোনপ্রকার কষ্টকল্পনা বা চেষ্টাদ্বারা লীলাস্মরণপূর্বক এই গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহার স্মৃতিতে শ্রীপ্রভুর যখন যে লীলা উদিত হইত, তিনি তখনই তাহা লিখিয়া রাখিতেন ।

“চৈতন্যের লীলাকথা যাহা পড়ে মনে ।

লিখিয়া রাখিব আমি অতি সংগোপনে ॥”—প্রেমবিবর্ত ।

এই ভাবে প্রণোদিত হইয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন—

“নমি’ প্রাণ-গৌরপদে সর্ব্বাঙ্গে পড়িয়া ।

এ ‘প্রেমবিবর্ত’ লিখি ভক্ত-আজ্ঞা পা’য়া ॥”—প্রেমবিবর্ত ।

গ্রন্থকার শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে বাস করিতেন ।

যখন ‘প্রেমবিবর্ত’-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ ‘বন্ধু’ ভক্ত শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামি প্রভু তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

* * “কি লিখ পণ্ডিত ?”

উত্তরে ‘পণ্ডিত জগদানন্দ’ প্রভু বলিলেন,—

“* * “লিখি তাই, যাহাতে পীরিত ।”—প্রেমবিবর্ত’ ।

স্বরূপ গোস্বামিপ্রভু বলিলেন, যদি তাহাই হয় এবং কিছু লিখিতেই হয়, * * “তবে লিখ প্রভুর চরিত ।

যাহা পড়ি’ জগতের হ’বে বড় হিত ॥”

উত্তরে পণ্ডিত বসিলেন,—

* * “জগতের হিত নাহি জানি ।

যাহা যাহা ভাল লাগে তা’ই লি’খে আনি ॥”— প্রেমবিবর্ত ।

পণ্ডিতের প্রীতিপূর্ণ উত্তর শ্রবণে স্বরূপপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে গ্রন্থরচনার অবকাশ প্রদানপূর্বক সেস্থান ত্যাগ করিলেন । তখন পণ্ডিত একাকী শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলদ্বয় ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং শ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিয়া যে সকল সন্দর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভাবায় —

“কিছু কিছু লিখি তা’ই নিজ মনোরঙ্গে ।”— প্রেমবিবর্ত ।

গ্রন্থরচনাকালে তাঁহার,—

“মন কাঁদে, প্রাণ কাঁদে, কাঁদে ছুটি আঁখি ।”— প্রেমবিবর্ত ।

গ্রন্থকার ও শ্রীমহাপ্রভু—গ্রন্থকার শ্রীমহাপ্রভুর বাল্য-সহচর ও সহাধ্যায়ী ছিলেন । দুইজনে প্রপঞ্চ প্রকটাবস্থায় যে ‘কোন্দল’ (কলহ) বা বাম্যভাবের সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন তাহা বাল্যাবস্থাতেই স্মৃতিলাভ করিয়াছিল । তিনি এই গ্রন্থে বলিবেছেন,—

“একদিন গিষ্ঠকালে, ছ’জনেতে পাঠশালে,
কোন্দল করিহু হাতাহাতি ।”

ফলে —

“মায়াপুরে গঙ্গাতীরে, পড়িয়া ছঃখের ভারে,
কাঁদিলাম একদিনরাতি ॥”

প্রাণপ্রিয় জগদানন্দের এই অবস্থা-দর্শনে—

“সদয় হইয়া নাথ, না হইতে পরভাত,
গদাধরের সহিতে আসিয়া ।

ডাকেন—জগদানন্দ !

অভিমান বড় মন্দ,

কথা বল বক্রতা ছাড়িয়া ॥

* * চল চল,

নিশা অবসান ভেল,

গৃহে গিয়া করহ ভোজন ।

তব হুঃখ জানি' মনে,

ছিলাম আমি অনশনে,

শয্যা ছাড়ি' ভূমিতে শয়ান ॥” প্রেমবিবর্ত ।

— এই বলিয়া সহচরের অভিমান দূরীভূত করিয়া শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে লইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে সন্তোষপূর্বক খাওয়াইয়া শোয়াইলেন । প্রাতঃকালে শ্রীশচীদেবী তাঁহাকে ‘দুধভাত’ খাওয়াইয়া পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন । পাঠশালার পাঠ শেষ হইলে, জগদানন্দ স্বগৃহে গমন করিলেন । শ্রীমহাপ্রভু তাঁহার বাসস্থানে যাইয়া আনন্দে ভোজন করিলেন ।

তখন —

“কোন্দলের পরে প্রেম,

হয় যেন শুদ্ধ হেম,

কত সুখ মনেতে হইল ।

প্রভু বলে, — এই লাগি’,

তুমি রাগো, আমি রাগি,

পরস্পর প্রেমবৃদ্ধি ভেল ॥” — প্রেমবিবর্ত ।

গৌর-জগদানন্দে এই যে কোন্দল, ইহা জড়জগতের ঈর্ষা বা স্বার্থান্ধিসন্ধিমূলক ছই শিশুর বা বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির কোন্দল অথবা মৎসরতা নহে, ইহা শুদ্ধপ্রেমের অভিনয়মাত্র ; এই অভিনয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণ নাই—আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা নাই । এই অভিনয়ে অভিনেতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ । শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদ্বারকাধামের লীলায় সত্য-

ভামার সহিত যে ব্যবহার করিয়া থাকেন, অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন এক্ষণে শ্রীগৌরসুন্দররূপে পণ্ডিত জগদানন্দের সহিত সেই ব্যবহার করিতেছেন।

“পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণস্বরূপ।

লোকে খ্যাত যিহো সত্যভামার স্বরূপ ॥” (চৈঃ চঃ অঃ ১০)

“জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব।

সত্যভামা প্রায় প্রেম বাল্যস্বভাব ॥” (চৈঃ চঃ অঃ ৭)

শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণের মধ্যে রুক্মিণী প্রভৃতি ‘দক্ষিণস্বভাব’-বিশিষ্টা এবং সত্যভামাদি ‘বাম্যস্বভাব’-বিশিষ্টা। দক্ষিণ-স্বভাবে কৃষ্ণের নিকট সর্বদা সঙ্কোচ ও ভীতিপূর্ণ ব্যবহার এবং বাম্যস্বভাবে সর্বদা কলহময় ব্যবহার করায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাতে সত্যভামার বাম্যব্যবহারের অভিনয় ‘পণ্ডিত জগদানন্দের’ ব্যবহারে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান।

পণ্ডিত (জগদানন্দ) —

“বার বার প্রণয়-কলহ প্রভু-সনে।

অন্যোন্মো খট্‌মটি চলে দুই জনে ॥” (চৈঃ চঃ অঃ ৭)

শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কিরূপ প্রিয় ও অন্তরঙ্গ, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বহুস্থানে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের —

“প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ।

যাঁহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ ॥” (চৈঃ চঃ অঃ ১৯)

“জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা।

জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেহঁই উপমা ॥” (চৈঃ চঃ অঃ ১৩)

৯। যুক্তবৈরাগ্য—বৈরাগ্য দুই প্রকার—‘কৃত্ত’ ও ‘যুক্ত’।
শুদ্ধ বৈরাগ্য দূর করা কর্তব্য, স্মৃতবাং যুক্তবৈরাগ্য কর্তব্য।

পৃঃ ২৪—২৭

১০। জাতিকুল—কুল ও ভজনযোগ্যতা, কুলাভিমান
অভক্ত, অভক্ত বিপ্র অপেক্ষা ভক্ত মুচি শ্রেষ্ঠ, বিষয়ে রাগদ্বৈষ
বর্জনীয়, অভিমানহীন দীনের প্রতি ভগবানের দয়া, অভিমান ত্যাগ
নিত্যানন্দের দয়া-সাপেক্ষ।

পৃঃ ২৮—২৯

১১। নবদ্বীপ-দ্বীপক—শ্রীনবদ্বীপ বৃন্দাবন অভিন্ন, গৌর-
অবতারের হেতু, গৌরের ভজন-প্রণালীতে কৃষ্ণভজন, আচার্য
বর্ণাশ্রমে আবদ্ধ নহেন, অসদগুণগ্রহণে সর্বনাশ।

পৃঃ ৩০—৩১

১২। বৈষ্ণব-মহিমা—কৃষ্ণভক্তি ও ভীর্থ, সাধুসঙ্গের ফল,
প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ ভক্ত, মধ্যম ভক্ত, উত্তম ভক্ত, উত্তম ভক্তের
বিষয়-স্বীকার—তঁাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তিপরিচালন, তঁাহার কর্ম দেহ-
ষাট্কার্থে মাত্র,—কামের জ্ঞান নহে, হরিজন—দেহাঅবুদ্ধিহীন—
সর্বভূতে সমবুদ্ধিসম্পন্ন, ভক্ত দ্বিতাপমুক্ত, উত্তম ভক্তের অন্যান্য
লক্ষণ।

পৃঃ ৩২—৩৫

১৩। গৌরদর্শনের ব্যাকুলতা—

পৃঃ ৩৬—৩৭

১৪। বিপরীত বিবর্ত—নবদ্বীপ-দর্শনে বৃন্দাবন-দর্শন।

পৃঃ ৩৮—৩৯

১৫। শ্রীনবদ্বীপে পূর্বাহ্ন-লীলা—গৌরাজপ্রসাদ, গাদীগাছা
গ্রামে গমন, তথায় গোপগণের সেবা, ভীম গোপ, গৌরাজের
ভীমের গৃহে গমন ও ক্ষীরভোজন, ‘গোরাদহ’ দহে নক্স, নক্স

নহে—দেবশিশু, নরকরূপী দেবশিশুর পূর্ব বিবরণ, দেবশিশুর
স্বপ্ন, দেবশিশুর স্বরূপ-প্রাপ্তি ও স্বস্থানে গমন, গোরাদহ-দর্শনের
ফল ।

পৃঃ ৪০—৪৫

১৬। পীরিত্তী কীর্ত্তন—শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর প্রশ্ন,
প্রীতি তত্ত্ব কি?—উত্তর, কৃষ্ণ-প্রেম, ব্রজগোপীবাচীত প্রীতি
বোধ না, সহজিয়ার প্রীতি, রায় রামানন্দের প্রতি, প্রীতি শিক্ষায়
অধিকার কাহার? শ্রী-পুরুষ-বুদ্ধি থাকিতে প্রীতিসাধন অসম্ভব,
জড়িতে এই ভাব আরোপনরক—কলির তুলনা, শ্রীরঘুনাথে-প্রতি
শ্রীমদ্রূপাখ্যায়ের আভা, মর্কট-বৈরাগী, বিশুদ্ধ বৈরাগী ।

পৃঃ ৪৬—৫৪

১৭। ভক্ত্যভ্যাসে আচার্যভেদ—ভজনবিহীন ধর্ম কেবল
কৈতব, সম্বন্ধজ্ঞানলাভ ও যুক্ত-বৈরাগ্য আশ্রয়, গৃহী ও গৃহত্যাগী
বৈষ্ণবের আচার, গৃহস্থ বৈষ্ণবের কৃত্য, গৃহত্যাগী বা বৈরাগী
বৈষ্ণবের কৃত্য, বৈষ্ণবের কুটীনাটী নাই, শুদ্ধ-ভক্তের রাধাকৃষ্ণসেবা,
অন্তরঙ্গ-ভক্তি দেহে নহে—আত্মায়, কৃষ্ণই পুরুষ আর সব প্রকৃতি,
গৃহস্থ ও স্বধর্ম, কৃষ্ণস্মৃতি-বিধি, কৃষ্ণ-বিস্মৃতি-নিষেধ, শ্রীঅচ্যুতগোত্র
ও স্বধর্ম, প্রবর্ত্ত, সাধক, সিদ্ধ, আরোপ, ত্রিবিধা বৈষ্ণবী ভক্তি,
আরোপসিদ্ধা ভক্তি—কনিষ্ঠাধিকারীর, কৃষ্ণার্চন, তত্ত্ববোধে
শ্রীমূর্ত্তিপূজা, আরোপসিদ্ধার মূলতত্ত্ব, সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি, স্বরূপ-সিদ্ধা
ভক্তি, ত্রিবিধা ভক্তির ত্রিবিধ-ক্রিয়া ।

পৃঃ ৫৫—৬৪

১৮। শ্রী একাদশী—শ্রীক্ষেত্রে শ্রী একাদশী, শ্রীমহাপ্রভুর
বিচার, শ্রীনামভজন ও একাদশী এক। পৃ: ৬৫—৬৮

১৯। নামরহস্যাপটল—শ্রীনামই একমাত্র ও শ্রেষ্ঠ সাধন,
শ্রীনামকীর্তন কি?—উচ্চারণ, জপ ও কীর্তন, কীর্তন সর্বথা ও
সর্বদা কর্তব্য, ভক্তিহীন শুভকার্য ত্যাজ্য, নামে সর্বপাপক্ষয়,
কর্ম-প্রায়শ্চিত্তে বাসনা নষ্ট হয় না, বাসনার মূল অবিঘ্না ভক্তিতে
বিনষ্ট হয়, নামের ফল, নামাপরাধ, শ্রীনাম-নামী একই তত্ত্ব,
নামাপরাধ হইতে মুক্তি, সাধুনিন্দা, কৃষ্ণ সর্বেশ্বর, শিবাদি তাঁহার
অংশ, গুরু-কর্ণধারের অনাদর, শ্রুতিশাস্ত্রে অনাদর, নামে
কল্পনাবুদ্ধি, নামবলে পাপবুদ্ধি, নামে অর্থবাদ, এই সব অপরাধ-
বর্জনে নামের কৃপা, সর্বশুভ-কর্মপ্রাকৃত, শ্রীনাম উপায় ও উপেষ,
দীক্ষাকালে আত্ম-নিবেদনে সর্ব-পাপক্ষয়, সেবাপরাধ, সর্বদা
নামাপরাধ বর্জনীয়, অপরাধ বর্জন না করিয়া নাম করা মূঢ়তা,
সাধকের নামাপরাধ বর্জনে উপায়, নামই উপায়, অসৎসঙ্গ-তাগপূর্বক
নামগ্রহণ, নামরহস্যাপটল-প্রচার, নামাচার্য ঠাকুর হরিদাসের
আনুগত্যে শ্রীনামভজন। পৃ: ৬৯—৮৭

২০। নাম-মহিমা—নাম সর্বপাপ-বিনাশক, ব্রতাদি নামের
নিকট তুচ্ছ, সঙ্কেতে বা হেলায়, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে নামগ্রহণে
প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ সমস্ত পাপনাশ, দ্রোহকারীর মুক্তি, কোটি
প্রায়শ্চিত্ত নামতুল্য নহে, নামগ্রহণকারীর পাপ থাকে না, নামে
সর্বরোগ নাশ হয়, নামে মহাপাতকীও পংক্তিপাবন হয়, ভয় ও
দণ্ড-নিবারণ। পৃ: ৮৮—১১০

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাসৌ ভ্যতঃ

শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত

প্রথম অধ্যায়

মঙ্গলাচরণ

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাঅ্যানাবপি ভূবি পুণা দেহভেদং গতো হৌ ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্ব্যকৈকামাপ্তং
রাধাভাবহ্যতিসুখলিতং নৌনি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব—

অখণ্ড অদ্বয়-জ্ঞান সর্বসত্ত্বসার ।
সেই তব্বে দণ্ড পরণাম বার বার ॥
সেই তব্বে কভু হুই রাধাকৃষ্ণরূপে ।
কভু এক পরাংপর চৈতন্যস্বরূপে ॥
তব্বে বস্তু এক সদা অদ্বিতীয় ভায় ।
বস্তু বস্তুশক্তি মাঝে কিছু ভেদ নাই ॥
ভেদ নাই বটে, কিন্তু সদা ভেদ তায় ।
'ভেদাভেদ অবিচিন্ত্য' সর্ব-বেদে গায় ॥
বস্তুশক্তি চিং-স্বরূপ ভাবেতে সন্ধিনী ।
ক্রিয়াতে হ্লাদিনী তাই ত্রিভাবধারিণী ॥

বস্তুশক্তিদ্বারে বস্তু দেয় পরিচয় ।
 বস্তুশক্তি ক্রিয়াযোগে সর্ব সিদ্ধি হয় ॥
 অথও বস্তুতে ভাব ক্রিয়া নিত্য হয় ।
 শক্তি শক্তিমান্ বস্তু তবু পৃথক্ নয় ॥
 হ্লাদিনী বস্তুকে দিয়া দুইটী স্বরূপ ।
 ত্রাধে রাধাকৃষ্ণনীলা করায় অপরূপ ॥
 রাধা-কৃষ্ণ প্রণয়ের বিকৃতি হ্লাদিনী ।
 অবিচিন্ত্য শক্তি রাধা কৃষ্ণ-উন্মাদিনী ॥
 অবটন ঘটাইতে ধরে মহাশক্তি ।
 নির্বিকারে করিয়াছে বিকার অল্পরক্তি ।

তত্ত্ববস্তু তাকিকের অগোচর ; কৃষ্ণকৃপাসাপেক্ষ

এবে এক উঠিল অপূর্ব পূর্বপক্ষ ।
 তাকিক না বুঝে যদি চিন্তে বর্ষ লক্ষ ॥
 কৃষ্ণ যারে কৃপা করে সেই মাত্র জানে ।
 লক্ষবর্ষ চিন্তি তাহা না বুঝিবে আনে ॥
 রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়ের বিকার হ্লাদিনী ।
 প্রণয়ের পরে জন্মে চিন্ত-উন্মাদিনী ॥
 রাধাকৃষ্ণ দুই হ'লে হয় ত' প্রণয় ।
 প্রণয় হইলে তবে বিকার ঘটয় ॥
 দুই দেহ হ'বার আগে বিকার না ছিল ।
 তবে একরূপ দুই কেমনে হইল ॥

হ্লাদিনী হইতে হয় ছই দেহ ভেদ ।
কোথা বা হ্লাদিনী ছিল হইল প্রভেদ ।
এই প্রশ্নের একমাত্র আছে ত' উত্তর ।
দেশকালাতীত কৃষ্ণত্ব নিরন্তর ।

অপ্রাকৃত তত্ত্ব দেশকালাদির বিচার নাই—

প্রকৃতির মধ্যে দেখ কালের প্রভাব ।
ভূত-ভবিষ্যতের বুদ্ধি তাহার স্বভাব ।
অপ্রাকৃত তত্ত্বে ভূত ভবিষ্যৎ নাই ।
নিত্য-বর্তমান তথা বলিহারি যাই ।
বাঙ্গমনের অগোচর অপ্রাকৃত-তত্ত্ব ।
বর্ণিতে আইসে দোষ এই মাত্র সত্য ।
অপ্রাকৃত-তত্ত্বে কভু দোষ নাহি পাই ।
অচিন্ত্য শক্তিতে সব সাবধান ভাই ।
পূর্বাপর হেন কথা কভু নাহি ভায় ।
সর্বদা নূতন সব আনন্দে মাতায় ।
অতএব তত্ত্বে যে অশুণ্ড-শুণ্ড-ভাব ।
সমকালে দেখি সেও তত্ত্বের স্বভাব ।
যিরুদ্ধ-ধর্মাত্মীয় তত্ত্ব আশ্চর্য তার গুণ ।
জন্মে নাই হ্লাদিনী তবু ক্রিয়াতে নিপুণ ।
অগ্নিবার পূর্বে রাধাকৃষ্ণে ছই করে ।
হুঁহে প্রেমের বিকার হুঁয়ে নিজে জন্ম ধরে ।

নিত্য-বর্তমান তত্ত্ব কালদোষহীন ।
 কালদোষ-বিচার প্রাকৃতে সমীচীন ॥
 শ্রীঅদ্বয়তত্ত্ব আর রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ।
 সমকাল সত্য নিত্য আর শুদ্ধ সত্ত্ব ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য—

স্তম্ভএব রাধাকৃষ্ণ দুই এক হঞা ।
 অধুনা প্রকট মোর চৈতন্য গোসাঞী ॥
 অধুনা বলিতে কালভেদ নাহি কর ।
 অপ্রাকৃতে কালভেদ নাহি তাহা স্মর ॥
 রাধাকৃষ্ণ ছিল, ভেল চৈতন্য গোসাঞি ।
 এ বলিলে কালদোষ সত্যবস্ত হারাই ॥
 'একাত্মা'-শব্দেতে যদি শ্রীচৈতন্যে মান ।
 রাধাকৃষ্ণে হ'লে ভাই আধুনিক জ্ঞান ॥
 অগ্রে রাধাকৃষ্ণ কিবা শচীর নন্দন ।
 এ বিচারে বৃথা কাল না কর কর্তন ॥
 বলিয়াছি অপ্রাকৃতে সব বর্তমান ।
 চৈতন্যে কৃষ্ণেতে তর্কে হও সাবধান ॥
 সমকাল নিত্যকাল দুই তত্ত্ব সত্য ।
 অখণ্ড অদ্বয় লীলা তত্ত্বের মহত্ত্ব ॥
 প্রণয়-বিকার-শক্তি সেই আত্মাদিনী ।
 দুই তত্ত্ব সমকাল রাখে এই জানি ॥

সেই ত' চৈতন্য এবে প্রপঞ্চ-প্রকটে ।
 সংকীৰ্তন করি' বুলে গঙ্গাসিন্ধুতটে ॥
 কৃষ্ণলীলার এই ত্রিচৈতন্যলীলা ।
 প্রণয়-বিকার যাতে উৎকট হইলা ॥
 উৎকট হইয়া কৃষ্ণে রাধাভাবছাতি ।
 মাথাইল প্রেমভরে আছাদিনী সতী ॥
 ব্রজের অধিক সুখ নবরীপদ্যমে ।
 পাইল পূৰ্ণ কৃষ্ণ আসি' নিস্ত কামে ॥

ত্রিচৈতন্যের স্বরূপ—

চৈতন্যমুরতি কৃষ্ণের অপূৰ্ণস্বরূপ ।
 কৃষ্ণমূর্তি চৈতন্যের স্বরূপ অপরূপ ॥
 ছাদিনীর দুই সাজ পবন মধুর ।
 মধু হৈতে মধু, তাহা হৈতে সুমধুর ॥
 সুমধুর স্বরূপ কৃষ্ণের চৈতন্য রতি ।
 নিরন্তর কবি তাঁ'তে দণ্ডবল্লভি ॥
 বদি বল একাত্ম-শব্দে ব্রজ নিবিকার ।
 যাহা হৈতে রাধাকৃষ্ণস্বরূপ সাকার ॥
 এ সিদ্ধান্ত হৈতে নারে শ্লোকের আভাসে ।
 সেই দুই এক আত্মা চৈতন্যপ্রকাশে ॥

'ব্রজ' ত্রিচৈতন্যের আদ্যকাণ্ড—

চৈতন্য নহেন কভু ব্রজ নিবিকার ।
 আনন্দবিকারপূর্ণ বিশুদ্ধ সাকার ॥

ব্রহ্ম তাঁ'র শ্রীঅঙ্গের জ্যোতি নির্বিশেষ ।

ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা কৃষ্ণচৈতন্যবিশেষ ॥

অতএব একাত্মা-শব্দেতে শ্রীচৈতন্য ।

বুঝেন পণ্ডিতগণ স্বরূপাদি ধন্য ॥

সেই ত' 'একাত্ম'-তত্ত্বে কর পরগাম ।

রাধাকৃষ্ণসেবা পাবে, সিদ্ধ হ'বে কাম ॥

‘পরমাত্মা’ শ্রীচৈতন্যের অংশ—

যদি বল একাত্মা-শব্দে হয় পরমাত্মা ।

যাহা হইতে রাধাকৃষ্ণ হয় দুই আত্মা ॥

শ্লোকের আভাসে তাহা কভু নহে সিদ্ধ ।

চৈতন্যাত্ম-শব্দে হয় বড়ই বিরুদ্ধ ॥

মূলতত্ত্ব শ্রীচৈতন্য স্বরূপ জানিবা ।

তাঁহার অংশ পরমাত্মা সর্বদা বুঝিবা ॥

রাধাকৃষ্ণ ঐক্য সেই একাত্ম-স্বরূপ ।

শ্রীচৈতন্য মোর প্রাণ-নাথ অপরূপ ॥

রাধাপদ-দাসী আমি রাধাপদ-দাসী ।

রাধাছাতি-সুবলিত রূপ ভালবাসি ॥

পরাম্পর শচীসুত তাঁহার চরণে ।

দ● পরগাম মোর অনন্যশরণে ॥



দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রবেশনা

চৈতন্যের রূপ গুণ সদা পড়ে মনে ।
পরাম কাদায়, দেহ কাঁপায় সঘনে ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে মনে হইল উদয় ।
লেখনি ধরিয়া লিখি ছাড়ি' লাজ ভয় ॥
নামেতে 'পণ্ডিত' মাত্র, ঘাটে কিছু নাই ।
চৈতন্যের লীলা তবু লিখিবারে চাই ॥

স্বরূপ গোসাঞি ও পণ্ডিত জগদানন্দ -

গোসাই স্বরূপ বলে “কি লিখ পণ্ডিত” ।
আমি বলি “লিখি তাই যাহাতে পীরিত ॥
চৈতন্যের লীলাকথা যাহা পড়ে মনে ।
লিখিয়া রাখিব আমি অতি সংগোপনে ॥”
স্বরূপ বলেন “তবে লিখ প্রভু চরিত ।
যাহা পড়ি' জগতের হবে বড় হিত ॥”
আমি বলি “জগতের হিত নাহি জানি ।
যাহা যাহা ভাল লাগে তাই লিখে আনি ॥”
স্বরূপ ছাড়িল মোরে বাতুল বলিয়া ।
একা বসি' লিখি আমি প্রভু ধোয়াইয়া ।
দেখেছি অনেক লীলা থাকি' প্রভুসঙ্গে ।
কিছু কিছু লিখি তাই নিজ মনোরঙ্গে ॥

মন কাঁদে, প্রাণ কাঁদে, কাঁদে ছুটী আঁখি ।
যখন যাহা মনে পড়ে তখন তাহা লিখি ॥

শ্রীমহাপ্রভু ও গ্রন্থকার —

প্রভু মোরে হস্ত্য করি' কৈল একদিন ।
“দ্বারকার পাটেশ্বরী তুমি ত' প্রবীণ ॥
আমি ত' ভিখারী অতি, মোরে সেব কেন ।
কত শত সন্ন্যাসী পাইবে আশা হেন ॥”
মুখি বলি—“রেখে দাও তোমার ছলনা ।
রাধাপদ-দাসী আমি, ওকথা ব'লো না ॥
আমার রাধার বর্ণ করিয়াছ চুরি ।
ব্রজ ল'য়ে যা'ব আমি তোমায় চোর ধরি' ॥
আমি চাই বাধাপদ, তুমি ফেল ঠেলি' ।
দ্বারকা পাঠাও মোরে, এই তোমার কেলি ॥
তোমার সন্ন্যাসিগিরি আমি ভাল জানি ।
মোদের বঞ্চিয়া রাধা সেবিবে আপনি ॥”

বাল্যঘটনাস্মরণে গ্রন্থকারের আত্মকোপোক্ত—

আহা সে চৈতন্যপদ, ভজনের সম্পদ,
কোথা এবে গেল আমা ছাড়ি' ।
আমাকে ফেলিয়া গেল, মৃত্যু মোর না হইল,
শোকে আমি যাই গড়াগড়ি ॥

একদিন শিশুকালে, ছুজনেতে পাঠশালে,
কোন্দলে করিমু হাতাহাতি ।

মায়াপুরে গঙ্গাতীরে, পড়িয়া ছুখের ভারে,
কাঁদিলাম একদিন রাতি ॥

সদয় হইয়া নাথ, না হইতে পরভাত,
গদাধরের সঙ্গেতে আসিয়া ।

ডাকেন “ভগদানন্দ ! অভিমান বড় মন্দ,
কথা বলো বক্রতা ছাড়িয়া ॥”

প্রভুর বদন হেরি’, অভিমান দূর করি’,
জিজ্ঞাসিলাম—“এত রাতে কেন ?

নদীয়ার কড়া ভূমি, চলি’ কষ্ট পাইলে তুমি,
মো লাগি’ তোমার কষ্ট হেন ॥”

প্রভু বলে “চল, চল, নিশি অবসান ভেল,
গৃহে গিয়া করহ ভোজন ।

তব দুঃখ জানি’ মনে, ছিলাম আমি অনশনে,
শয্যা ছাড়ি’ ভূমিতে শয়ান ॥

হেনকালে গদাধর, আইল আমার ঘর,
ছুঁহে আইলু তোমার তল্লাসে ।

ভাল হৈল মান গেল, এবে নিদ্র গৃহে চল,
কালি খেলা করিব উল্লাসে ॥”

গদাই-চরণ ধরি’, উঠিলাম ধীরি ধীরি,
প্রভু আজ্ঞা ঠেলিতে না পারি ।

চৈতন্যে ভুলিল যেবা, যদিও সে দেবী দেবা,
 কুশভাত তা'র দরশনে ।
 চৈতন্যে ছাড়িয়া অহা, সন্ন্যাসীর করে মানা,
 তা'রে বড়ি করিব প্রহার ।
 ছাড়িয়া চৈতন্যকথা, অন্য ইতিহাস বৃথা,
 বলে যেই মুখে আগুন তা'র ।
 চৈতন্যের যাহে সুখ, তাহে যদি ঘটে দুঃখ ।
 চির দুঃখ ভোগ হউ মোর ।
 সে যদি স্বসুখ তাজে, যতিধর্ম কভু ভজে,
 আমি তা'হে দুঃখেতে বিভোর ।

শ্রীগৌরগদাধর-তত্ত্ব—

একদিন প্রভু মোর খেলিতে খেলিতে ।
 চলিল অলকাতীরে নিবিড় বনেতে ।
 আমি আর গদাধর আছিলাম সঙ্গে ।
 বকুলের গাছে শুক পক্ষী ধরে রঙ্গে ।
 শুকে ধরি' বলে, 'তুই ব্যাসের নন্দন ।
 রাধাকৃষ্ণ বলি' কর আনন্দ বর্ধন ॥"
 শুক তাহা নাহি বলে, বলে "গৌরহরি" ।
 প্রভু তা'রে দূরে ফেলে কোপ ছল করি' ।
 তবু শুক "গৌর গৌর" বলিয়া নাচয় ।
 শুকের কীর্তনে হয় প্রেমের উদয় ॥

প্রভু বলে, “এরে শুক এষে বৃন্দাবন ।
 রাধাকৃষ্ণ বল হেথা শুভ্রক সর্বজন ॥”
 শুক বলে, “বৃন্দাবন নবদ্বীপ হইল ।
 রাধাকৃষ্ণ গৌরহরি-রূপে দেখা দিল ॥
 আমি শুক এই বনে গৌর-নাম গাই ।
 তুমি মোর কৃষ্ণ, রাধা এই যে গদাই ॥
 গদাই-গৌরঙ্গ মোর প্রাণের ঈশ্বর ।
 আন কিছু মুখে না আইসে অতঃপর ॥”
 প্রভু বলে, “আমি রাধাকৃষ্ণ-উপাসক ।
 অন্য নাম শুনিলে আমার হয় শোক ॥”
 এত বলি গদাইয়ের হাতটি ধরিয়া ।
 মায়াপুরে ফিরে আইল শুকেরে ছাড়িয়া ॥
 শুক বলে, “গাও তুমি যাহা লাগে ভাল ।
 আমার ভজন আমি করি চিরকাল ॥”
 মধুর চৈতন্যলীলা জাগে যা’র মনে ।
 মোর দণ্ডবৎ ভাই তাঁহার চরণে ॥

শ্রীনবদ্বীপ ও বৃন্দাবন —

গদাই-গৌরঙ্গে মুক্তি “রাধাশ্যাম” জানি ।
 ষোলকোশ “নবদ্বীপে” “বৃন্দাবন” মানি ॥
 বশোদানন্দনে আর শচীর নন্দনে ।
 যে-জন পৃথক্ দেখে সে না মরে কেনে ॥

নবদ্বীপে না পাইল যেই বৃন্দাবন ।

বৃথা সে তার্কিক কেন ধরয় ভাবন ।

‘গৌর’-ভক্তন বিনা ‘রাধাকৃষ্ণ’-ভক্তন বৃথা—

গৌর-নাম, গৌর-ধাম, গৌরান্দ-চরিত ।

যে ভঞ্জে তাহাতে মোর অকৈতব প্রীত ।

গৌর রূপ, গৌর-নাম, গৌর-লীলা, গৌর-ধাম,

যে না ভঞ্জে গোড়েকে জন্মিয়া ।

রাধাকৃষ্ণ-নাম রূপ, ধাম-লীলা অপরূপ,

কভু নাহি স্পর্শে তার হিয়া ।



তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম প্রণাম

যাঁ’র অংশে সত্যভামা দ্বারকায় ধাম ।

সে রাধা-চরণে মোর অসংখ্য প্রণাম ।

শ্রীনন্দনন্দন এবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।

গদাধরে সঙ্গে আনি’ নদীয়া কৈল গম্ব ।

গদাধরে লঞা শ্রীপুরুষোত্তম আইল ।

গদাই গৌরান্দ-রূপে গুট-লীলা কৈল ।

টোটা-গোপীনাথ-সেবা গদাধরে দিল ।

মোরে দিল গিরিধারি-সেবা সিদ্ধুতটে ।

গৌড়ীয়-ভক্ত সব আমার নিকটে ।

দামোদর স্বরূপ আমার প্রাণের সমান ।
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যা'র দেহ মন-প্রাণ ॥
 নমি প্রাণ-গৌরপদে সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া ।
 এ “প্রেমবিবর্ত” লিখি ভক্ত-অজ্ঞা পা'য়া ॥



চতুর্থ অধ্যায়

গৌরশু গুরুতা

গৌরের নৃত্য, নিত্য—

ভাইরে ভজ মোর প্রাণের গৌরানন্দ ।
 গৌর বিনা বুঝা সব জীবনের রঙ্গ ॥
 নবদ্বীপ-মায়াপুরে শচীর অঙ্গনে ।
 গৌর নাচে নিত্য নিতাই অদ্বৈতের সনে ॥
 শ্রীবাস-অঙ্গনে নাচে গায় রসভরে ।
 যে দেখিল একবার আর না পাশরে ॥
 আমার হৃদয়ে নাট অঙ্কিত হইয়া ।
 নিরন্তর আছে মোর প্রাণ কাঁদাইয়া ॥
 জগন্নাথ-মন্দিরেতে নৃত্য দেখি যবে ।
 অনন্ত ভাবের ঢেউ মনে উঠে তবে ॥
 আর কি দেখিব প্রভুর জাহ্নবীপুলিনে ।
 সুনৃত্য-কীর্তনলীলা এ ছার-জীবনে ॥

সর্বদেবদেবী শ্রীগৌরাস্তের দাস—

নিষ্ঠা করি' ভজ ভাই গৌরাস্তচরণ ।
 অস্ত্র দেব-দেবী কভু না কর ভজন ॥
 গৌরাস্তের দাস বলি' সর্বদেবে জান ।
 কৃষ্ণ হৈলে গৌরকে কভু না জানিবে আন ॥
 নিজ গুরুদেবে জান গৌরকৃপাপাত্র ।
 গৌরাস্ত পার্শ্বে জান গৌরদেহগাত্র ॥
 গৌর দৈরী রসপোষ্ঠী এই মাত্র জান ।
 সকলে গৌরাস্ত-দাস এ কথাটি মান ॥

গৌরভজননিষ্ঠা—

পরনিন্দা পরচর্চা না কর কখন ।
 দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ ॥
 গৌর যে বিশাল নাম সেই নাম গাও ।
 অস্ত্র সব নামমাহাত্ম্য সেই নামে পাও ॥
 গৌর বিনা গুরু নাই এ ভব-সংসারে ।
 সরল গৌরাস্ত ভক্তি শিখাও সবারে ॥
 কুটীনাটি ছাড়, মন করহ সরল ।
 গৌর-ভজা লোকরক্ষা একত্রে নিফল ॥
 হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই ।
 একপাত্রে ছই কভু না রহে এক ঠাঞি ॥
 জগাই বলে যদি একনিষ্ঠ না হইবে ।
 ছই নায়ে নদী-পারের ছদ্মশা লভিবে ॥

বিতর্কবিলাসসেবা

প্রেমের বৈচিত্র্য গুণ, প্রেমের বিবর্ত যন্ত,
মোর মনে নাচে নিরন্তর ।

কলহ গোরের সনে, করি আমি দিনে দিনে,
কুন্দলে জগাই, নাম মোর ॥

গেলাম ব্রজ দেখিবারে,
রাহি সনাতনের ঘরে,
কলহ করিনু তা'র সনে।

রক্তধন সন্ন্যাসীর, শিরে বাঁধি' আইলা ধীর,
ভাতের হাঁড়ি মাঝিতে কৈনু মনে ॥

সনাতনের বিনয় দেখে. ছাড়ি' তা'রে এক পাকে,
লজ্জায় বসিলু এক ধারে ।

গৌর মোর বত জানে, আমায় পাঠায় বৃন্দাবনে,
নজ্জা দেখে থাকি' নিজে দূরে ॥

ভাল, তা'র হউক সুখ, মো'র হউক চিরদুঃখ,
তা'র সুখে হ'বে মো'র সুখ ।

আমি কাঁদি রাত্রদিনে, গৌর-বিচ্ছেদ ভাবি' মনে,
গৌর হাসে দেখি' কাঁদা মুখ ॥

সেই ত' কষ্টেছাপী, তাঁ'র লীলা ভালবাসী,
মধুমাখা কথাগুলি তাঁ'র ।

যে ভাব ব্রজোতে ভেবে, পুনঃ সেই ভাব এবে,
বুঝেও না বুঝি আর বার ॥

চন্দ্রমাধি তৈল আনি', বাঁকা বাঁকা কথা শুনি',
 তৈল-ভাণ্ড ভাঙ্গিলাম বলে ।
 মান করি' নিজাসনে, শুণ্ণ বৈনু অনশনে,
 সে মান ভাঙ্গিল নানা ছলে ॥
 আগ'রে করায় পাক অনব্যঞ্জন আবোনা শাক,
 বলে -- ক্রোধের পাক বড় মিষ্ট ।
 বাড়ায় আমার রোষ, তা'তে তাঁর সন্তোষ,
 তাঁর প্রসন্নতা নোর ইষ্ট ॥
 জিজ্ঞাসিল সনাতন, যাইতে কৈমু বৃন্দাবন,
 তা'তে মোরে রাখে বোকা করি' ।
 বাল্য-বুদ্ধি দেখি' তার, চিন্তে হয় চমৎকার,
 আমি তাঁর পাদপদ্ম ধরি' ॥
 বৃন্দাবন যাইতে চাই, তা'তে আজ্ঞা নাহি পাই,
 নানা ছল করে মোর সনে ।
 যখন কোন্দল হয়, নবরীপে যেতে কয়,
 সেই তাঁর কুপা জানি মনে ॥
 মাতৃ-আজ্ঞা ছল করি', আছেন বৈকুণ্ঠপুরী,
 নিজধাম ছাড়িয়া এখন ।
 তা'তে পাঠায় নিজপুরে যাহাকে সে কুপা করে,
 যেন গোপের গোলোক দর্শন ॥
 এই ভাবে গৌর-সেবা, করি আমি রাত্রিদিবা,
 গৌরগণের এই ত' স্বভাব ।
 গৌর-গদাধর-পদ, আমার ত' সম্পদ,
 দামোদর জানে এই ভাব ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

জীব-গতি

‘জীব’ ও ‘কৃষ্ণ’—

চিৎকণ—জীব, কৃষ্ণ—চিৎস্ব ভাস্কর ।
নিভাকৃষ্ণ দেখি’ কৃষ্ণ করেন আদর ॥

মায়াক্রান্ত জীব—

কৃষ্ণ-বহিমুখ হঞা ভোগ-বাহু করে ।
নিকটস্থ মায়ী তারে জাপটিয়া ধরে ॥
শিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয় ।
মায়াক্রান্ত জীবের হয় সে-ভাব উদয় ॥
আমি সিন্ধু কৃষ্ণদাস, এই কথা ভুলে ।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে ॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র ।
কভু হুংখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র ॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্তে, নরকে বা কভু ।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু ॥

সাদুসঙ্গে বিস্তার—

এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন জন ।
সাদুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হ’ন ॥
নিজতত্ত্ব জানি’ আর সংসার না চায় ।
কেন বা ভঞ্জনু মায়ী করে হায় হায় ॥

বেঁদে বলে, হেহে কৃষ্ণ ! তামি তব দাস ।
 তোমার চরণ ছাড়ি' হৈল সর্বনাশ ॥
 কৃপা করি' কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার ।
 কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে যদি ভাকে একবার ॥
 মায়াকে পিছনে রাগি' কৃষ্ণপানে চায় ।
 ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায় ॥
 কৃষ্ণ তা'রে দেন নিজ চিহ্নস্তির বল ।
 মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল ॥
 সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম - এই মাত্র চাই ।
 সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই ॥
 সকল ভরসা ছাড়ি' গোরাপদে আশ ।
 করিয়া বসিয়া আছে জগাই গোরার দাস ॥



সপ্তম অধ্যায়

সকলের পক্ষে নাম

অসাধু-সঙ্গে নাম হয় না —

অসাধু-সঙ্গে ভাই, কৃষ্ণনাম নাহি হয় ।
 নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয় ॥
 কভু নামাভাস হয়, সদা নাম অপরাধ ।
 এ সব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ ॥

নামভজন-প্রণালী—

যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর ।
 ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর ॥
 ‘দশ অপরাধ’ তাজ মান অপমান ।
 অনাসক্ত্যে বিযয় ভুঞ্জ, আর লহ কৃষ্ণনাম ॥
 কৃষ্ণভক্তির অনুবুল সব করহ স্বীকার ।
 কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল সব কর পরিহার ॥
 জ্ঞান, যোগ, চেষ্টা ছাড় আর কর্মসঙ্গ ।
 মর্কটবৈরাগ্য তাজ যাতে দেহরঙ্গ ॥
 কৃষ্ণ আমায় পাশে রাখে জান সর্বকাল ।
 আত্মনিবেদনদৈশ্বে ঘুচাও জঞ্জাল ॥
 সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া ।
 সাধুভক্তরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া ॥
 গোরাপদ আশ্রয় করহ বুদ্ধিমান ।
 গোরা বৈ সাধু গুরু আছে কে বা আন ॥

বৈরাগীর কর্তব্য—

বৈরাগী ভাই গ্রাম্য কথা না শুনিবে কানে ।
 গ্রাম্যবাক্য না করিবে যবে মিলিবে আনে—
 স্বপনেও না কর ভাই শ্রী-সন্তোষণ ।
 গৃহে শ্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন ॥

* দশবিধ নামাপরাধ :—এই গ্রন্থের “নামপটল-রহস্ত্রে” ঐশন্যকুমারের
 উক্তিতে দ্রষ্টব্য ।

যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাস্তের সনে ।
 ছোট হরিদ সের কথা থাকে যেন মনে ।
 ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ।
 হৃদয়েতে রাখাক্ষ সর্বদা সেবিবে ॥
 বড় হরিদাসের ছায় কৃষ্ণনাম বলিবে বদনে ।
 অষ্টকাল রাখাক্ষ সেবিবে কুঞ্জবনে ॥

‘গৃহস্থ’ ও বৈরাগীর প্রতি আদেশ—

গৃহস্থ বৈরাগী দুঁহে বলে গোরারায় ।
 দেখ ভাই ! নাম কিনা যেন দিন নাহি যায় ॥
 বহু-অঙ্গ-স’ধনে ভাই নাহি প্রয়োজন ।
 কৃষ্ণনামাশ্রয়ে শুরু করহ জীবন ॥
 বন্ধ জীবে কৃপা করি’ কৃষ্ণ হইল নাম ।
 কলিজীবে দয়া করি’ কৃষ্ণ হইল গৌরধাম ॥
 একান্ত-সরল-ভাবে ভজ গৌরজন ।
 তবে ত’ পাইবে ভাই, শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
 গৌরজন-সঙ্গ কর গৌরঙ্গ বলিয়া ।
 ‘হরে কৃষ্ণ’ নাম বল নাচিয়া নাচিয়া ॥
 অচিরে পাইবে ভাই ! নামপ্রেমধন ।
 যাহা বিলাইতে প্রভুর ন’দে আগমন ॥
 প্রভুর কুন্দলে ভগণ কেঁদে কেঁদে বলে ।
 নাম ভজ, নাম গাও ভকতসকলে ॥



অষ্টম অধ্যায়

কুটীনাটি ছাড়

সরল মনে “গোরা” ভজত—

গোরা ভজ, গোরা ভজ, গোরা ভজ ভাই ।
গোরা বিনা এ জগতে গুরু আর নাই ॥
যদি ভজিবে গোরা সরল কর নিজ মন ।
কুটীনাটি ছাড়ি’ ভজ গোরার চরণ ॥
মনের কথা গোরা জানে, ফাঁকি কেমনে দিবে ।
সরল হ’লে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে ॥
আনের মন রাখিতে গিয়া আপনাকে দিবে ফাঁকি ।
মনের কথা জানে গোরা, কেমনে হৃদয় ঢাকি ॥
গোরা বলে—আমার মত করহ চরিত ।
আমার আজ্ঞা পালন কর চাহ যদি হিত ॥

কপট ভজত—

গোরার আমি, গোরার আমি, মুখে বলিলে নাহি চলে ।
গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে ফল ফলে ॥
লোক-দেখান গোরা ভজা, তিলক মাত্র ধরি’ ।
গোপনেতে অভ্যচার, গোরা ধরে চুরি ॥
অধঃপতন হ’বে ভাই । কৈলে কুটীনাটি ।
নাম-অপরাধে তোমার ভজন হ’বে মাটি ॥

নাম লঞা যে করে পাপ, হয় অপরাধ।
 এ'র মত ভক্তি আর আছে কিবা বাধ ॥
 নাম করিতে কষ্ট নাই, নাম সহজ ধন।
 শুষ্ঠ-স্পন্দ মাত্রে হয় নামের কীর্তন।
 তাগাও না হয় যদি, হয় নামের স্মরণ ॥
 তুণ্ডবন্ধে চিত্তভ্রংশে শ্রবণ তবু হয়।
 সর্বপাপ ক্ষয়ে জীবের মুখ্য ফলোদয় ॥
 বহুজন্ম অর্চনেতে এই কল ধরে।
 কৃষ্ণনাম নিরন্তর তুণ্ডে নৃত্য করে।
 কর্মজ্ঞানযোগাদির সেই শক্তি নহে।
 বিধিভঙ্গদোষে ফলহীন শাস্ত্রে কহে ॥
 সে সব ছাড় ভাই! নাম কর সার।
 অতি অল্পদিনে তবে জিনিবে সংসার ॥

কবি কর্ণপুর—

ধন্য কবি কর্ণপুর স্বগ্রামনিবাসী।
 নামের মহিমা কিছু রাখিল প্রকাশি ॥
 গৌর যারে কৃপা করে, বিশ্বে সেই ধন্য।
 সপ্তবর্ষ বয়সে কৈল মহাকবি মান্য ॥
 ধন্য শিবানন্দ কবি কর্ণপুর পিতা।
 মোরে বাল্যে শিখাইলে ভাগবত-গীতা ॥
 নদীয়া লইয়া মোরে রাখে প্রভুপদে।
 শিবানন্দ ত্রাতা মোর সম্পদে বিপদে ॥

তা'র ঘরে ভোগ রাঙ্কি' পাক-শিখা হইল
 ভাল পাক করি' শ্রীগৌরান্দ-সেবা কৈল ।
 অগাই বলে—সাধুসঙ্গে দিন যায় যা'র ।
 সেই মাত্র নাশাশ্রয় করে নিরন্তর ॥

নবম অধ্যায়

যুক্ত বৈরাগ্য

বৈরাগ্য দুই প্রকার—‘ফলু’ ও ‘যুক্ত’

একদিন অজ্ঞাসিনেন গোসাঞি সনাতন
 ‘যুক্ত বৈরাগ্য’ কারে বলে, প্রভু করন্ বর্ণন ॥
 মায়াবাদী বলে সব কাকবিষ্ঠাসম ।
 বিষয় জানিলে হাসী হয় সর্বোত্তম ॥
 বৈষ্ণবের কি কর্তব্য, জানিতে ইচ্ছা করি ।
 কৃপা করি’ আজ্ঞা কর, আজ্ঞা শিরে ধরি ॥
 প্রভু বলে—বৈরাগ্য হয় দুই ত’ প্রকার ।
 ‘ফলু’-যুক্ত-ভেদ আমি শিখাইলু বার বার ॥

ফলুবৈরাগ্য—

কর্মী, জ্ঞানী যবে করে নির্বেদ আশ্রয় ।
 তা'র চিতে ফলুবৈরাগ্য পায় হুঁশ্যশয় ॥

সংসারেতে তুচ্ছবুদ্ধি আসিয়া তখন ।
 জড়-বিপরীত ধর্মে করে প্রবর্তন ॥
 কৃষ্ণসেবা সাধুসেবা আত্মরসান্বাদ ।
 জড়-বিপরীত ধর্মে পায় নিতান্ত অবসাদ ॥
 কণ্ঠবৈরাগীর মন সদা শুক রসহীন ।
 নান-রূপ-গুণ-লীলা না হয় সমীচীন ॥

যুক্ত বৈরাগ্য—

যুক্ত বৈরাগীর ভক্তি হয় ত' শুলভ ।
 কৃষ্ণভক্তি-পূত বিষয় তা'র ঘটে সব ॥
 প্রকৃতির জড়ধর্ম তা'র চিত্ত ছাড়ে অনায়াসে ।
 চিৎ-আশ্রয়ে মজে শীঘ্র অপ্রাকৃত ভক্তিরসে ॥
 ভক্তিব্যোগে ত্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা পায় ।
 'ন মে ভক্তঃ প্রপশ্যতি' প্রতিজ্ঞা জানায় ॥
 প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণ যা'রে কুপা করে ।
 সেই জন ধন্য এই সংসার-ভিতরে ॥
 গোলোকের পরম ভাব তা'র চিন্তে ফুরে ।
 গোকুলে গোলোক পায়, মায়া পড়ে দূরে ॥

শুক বৈরাগ্য দূর করা কর্তব্য—

ওরে ভাই শুক বৈরাগ্য এবে দূর কর ।
 যুক্ত-বৈরাগ্য আনি' সদা হৃদয়েতে ধর ॥
 বিষয় ছাড়িয়া ভাই কোথা যাবে বল ।
 বনে যাবে, সেখানে বিষয়জঞ্জাল ॥

পেট তোমার সঙ্গে যা'বে, দেহের রক্ষণে ।
 কত লেঠা হ'বে তাহা ভেবে দেখ মনে ॥
 জরারণে জীবনের শীঘ্র হ'বে ক্ষয় ।
 মরিলে কেননে আর মায়া করবে জয় ॥
 যদিও না মর তবু হইবে দুর্বল ।
 জ্ঞাননাশ হইলে কোথা জ্ঞানের সঞ্চল ॥

সুতরাং যুক্ত বৈরাগ্য কর্তব্য—

ঘরে বসি' সদা কাল কৃষ্ণনাম লঞা ।
 বখাযোগ্য-বিষয় ভুঞ্জ, অনাসক্ত হঞা ॥
 'বখাযোগ্য'-এই শব্দ দু'টির মর্মার্থ বুঝে লহ ।
 কপটার্থ লঞা যেন দেহারামী না হ ॥
 শুদ্ধভক্তির অনুকূল কর অঙ্গীকার ।
 শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল কর অস্বীকার ॥
 মর্মার্থ ছাড়িয়া যেবা শব্দ অর্থ করে ।
 রমের বসে দেহারামী কপট মার্গ ধরে ॥
 ভাল খায়, ভাল পরে, করে বহু ধনার্জন ।
 যোথিতসঙ্গে রত হঞা ফিরে রাত্রদিন ॥
 ভাল শয্যা অট্টালিকা খোঁজে অবাচীন ।
 দেহযাত্রার উপযোগী নিতান্ত প্রয়োজন ।
 বিষয় স্বীকার করি' কর দেহের রক্ষণ ॥
 সার্বিক সেবন কর আসব-বর্জন ।
 সর্বভূতে দয়া করি' কর উচ্চ সংকীর্তন ॥

দেবসেবা ছল করি' বিষয় নাহি কর ।
 বিষয়েতে রাগ-দেহ সদা পরিহর ॥
 পরহিংসা কপটতা অশ্রু সনে বৈর ।
 কভু নাহি কর ভাই ! যদি মোর বাক্য ধর ॥
 নিজন সুদৃঢ় ভক্তি কর আলোচন ;
 কৃষ্ণসেবার সম্বন্ধে দিন করহ গাণন ॥
 নঠ-মন্দির দালান বাড়ীর না কর প্রয়াস ।
 অর্থ থাকে কর ভাই ! যেমন অভিলাষ ॥
 অর্থ নাই তবে মাত্র সাধিক সেবা কর ।
 জল-তুলসী দিয়া গিরিদারীকে বন্ধে ধর ॥
 ভাবেতে কাঁদিয়া বল,—“আমি ত' তোমার ।
 তব পাদপদ্ম চিত্তে রহুক আমার” ॥
 বৈষ্ণবে আদর কর প্রসাদাদি দিয়া ।
 অর্থ নাই দৈন্ত্যবাক্যে তোব মিনতি করিয়া ॥
 পরিজন পরিকর কৃষ্ণদাস-দাসী ।
 আশ্রয় পালনে হইবে মিষ্টভাষী ॥
 স্মরণ-কীৰ্ত্তন-সেবা সর্বভূতে দয়া ।
 এই ত' করিবে যুক্ত বৈরাগী হইয়া ॥
 কৃষ্ণ যদি নাহি দেয় পরিজন-পরিকর ।
 অথবা দিয়া ত' লয় সর্ব সুখের আকর ॥

শোক-মোহ ছাড় ভাই ! নাম কর নিরন্তর ।

জগাই বলে, এভাবে গৌরের সনে মোর কোঁদল বিস্তর ॥

দশম অধ্যায়

জাতিকুল

কুল ও ভজনযোগ্যতা—

শ্রদ্ধা হইলে নরমাত্র নামের অধিকারী ।
জাতিকুলের তর্ক তর্কীর না চলে ভারিভুরি ॥
ব্রাহ্মণের সংকুল না হয় ভজনের যোগ্য ।
শ্রদ্ধাবান্ নীচজাতি নহে ভজনে অযোগ্য ॥

কুলাভিমानी অভক্ত—

সংসারের দশকর্মে জাতিকুলের আধিপত্য ।
কৃষ্ণজনে জাতিকুলের না আছে মাহাত্ম্য ॥
জাতিকুলের অভিমানে অহংকারী জন ।
ভক্তিকে বিদ্বেষ করি' যায় নরক-ভবন ॥
না মানে বৈষ্ণবভক্ত, না মানে ধর্মাধর্ম ।
অহঙ্কারে করে সদা অকর্ম-বিকর্ম ॥

অভক্ত বিপ্র হইতে ভক্ত মুচি শ্রেষ্ঠ—

মুচি হঞা কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণকৃপা পায় ।
শুচি হঞা ভক্তিহীন কৃষ্ণকৃপা নাহি তায় ॥
দ্বাদশ গুণেতে বিপ্র ওলংকৃত হঞা ।
কৃষ্ণভক্তি বিনা যায় নরকে চলিয়া ॥
কৃষ্ণভক্তি যথা, তথা সর্বগুণগণ ।
আপন ইচ্ছায় দেহে বৈসে অনুক্ষণ ॥

মৃতদেহে অলঙ্কার হয় যুগাস্পদ ।

অভক্তের জপ তপ বাহ্য সে সম্পদ ॥

বিষয়ে রাগদেহ বজ্র'নীয়—

ভজ ভাই ! একমনে শচীর নন্দন ।

জাতিকুলের অভিমান হ'বে বিসর্জন ॥

অভিমান ছাড়িলে ভাই ! ছাড়িবে বিষয় ।

বিষয় ছাড়িলে শুদ্ধ হ'বে তোমার আশয় ॥

বিষয় হইতে অনুরাগ লও উঠাইয়া ।

কৃষ্ণপদাশুজে রাগে দেহ লাগাইয়া ॥

হও তুমি সংকুলীন তাহে কিবা কতি ।

কুলের অভিমান ছাড়ি' হও দীনমতি ॥

অভিমানহীন দীনের প্রতি ভগবানের দয়া—

দীনের অধিক দয়া করে ভগবানে ।

অভিমান দৈন্ত্য নাহি রাহে একস্থানে ॥

অভিমান নরকের পথ, তাহা যত্নে ত্যজ ।

দৈন্ত্যে রাধাগোবিন্দের পাদপদ্মে মজ ॥

অভিমান-ত্যাগ নিত্যানন্দের দহা-সাপেক্ষ—

আহা ! প্রভু নিত্যানন্দ কবে করিবে দয়া ।

অভিমান ছাড়াঞা মোরে দিবে পদ-ছায়া ॥



একাদশ অধ্যায়

নবদ্বীপ-দীপক

শ্রীনবদ্বীপ বৃন্দাবন অভিন্ন—

ব্রহ্মাণ্ডে ধরণী ধন্য, ধরায় গোড়-ক্ষৌণী ধন্য ।
গোড়ে নবদ্বীপ ধন্য দ্বাষ্টকোশ জগৎ-মান্য ॥
মধ্যে শ্রোতস্বতী ধন্য ভাগীরথী বেগবতী ।
তাহাতে মিলিছে আসি' শ্রীযমুনা সরস্বতী ॥
তা'র পূর্বতীরে সাক্ষাৎ গোলোক মায়াপুর ।
তথায় শ্রীশচীগৃহে শোভে গৌরাক্ষঠাকুর ॥
যে ঠাকুর দ্বাপরের শেষ বৃন্দাবনে বনে ।
মহারাসক্ৰীড়া কৈল রাধিকাদি গোপী-সনে ॥
পরকীয় মহারাস গোলোকের নিত্যধন ।
আনিল ব্রজের সহ নন্দযশোদানন্দন ॥
সেই ঠাকুর আবার নিজের যোগ-মায়াপুর ।
প্রপঞ্চে আনিল গোড়ে রসাস্বাদ সুচতুর ॥

গৌরাবতারের হেতু—

শ্রীকৃষ্ণলীলায় বাজাত্রয় না হৈল পূষণ ।
শ্রীগৌরলীলায় পূর্ণ কৈল সে সুখ সাধন ॥
মোরে প্রণয় করি' রাধা পায় কিবা সুখ ।
মোর-মাধুর্য আস্বাদনে রাধার কত যে কৌতুক ॥

আমার অনুভবে রাখায় মৌখ্য কি প্রকার ।
 নায়ক হৈএগা নাহি বুঝি এ সুখের সার ।
 অতএব রাখার ভাবকাস্তি লএগা গৌর হ'ব ।
 কৃষ্ণমাবুর্বাদি ভক্তভাবে আশ্রয় পাইব ।
 এত ভাবি' কৃষ্ণ নিগ্ধ ধাম লএগা গোড়-দেশে ।
 নবদ্বীপে প্রকটিল স্বয়ং আনন্দ-আবেশে ॥

গৌরের ভজনপ্রণালীতে কৃষ্ণভজন—

ওরে ভাই ! সব ছাড়ি' বৈস নবদ্বীপপুরে ।
 গৌরান্দের অষ্টকাল ভজ, দুঃখ যা'বে দূরে ॥
 অষ্টকালে অষ্টপরকার কৃষ্ণলীলা সার ।
 গৌরোদিত ভাবে ভজ, পা'বে প্রেম চমৎকার ॥
 কৃষ্ণ ভজিবারে যা'র একান্ত আছে মন ।
 গোড়ের অষ্টকালে ভজ কৃষ্ণরসধন ॥
 গৌরভাব নাহি জানে, যে কৃষ্ণ ভজিতে চায় ।
 অপ্রাকৃত কৃষ্ণতত্ত্ব তা'র কভু নাহি ভায় ॥

আচার্য বর্ণাশ্রমে আবদ্ধ নহেন—

কিবা বর্ণী, কিবাশ্রমী কিবা বর্ণাশ্রমহীন ।
 কৃষ্ণতত্ত্ব-বেদা, সেই আচার্য প্রবীণ ॥

অসদ্ গুরুগ্রহণে সর্বনাশ—

আসন কথা ছেড়ে ভাই ! বর্ণে যে করে আদর ।
 অসদ্গুরু করি' তা'র বিনষ্ট পূর্বাপর ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

বৈষ্ণব-মহিমা

কৃষ্ণভক্তি ও তীর্থ—

জলময় তীর্থ মুংশিলামর মূর্তি ।
বহুকালে দেয় জীবহৃদে ধর্মফুটি ॥
কৃষ্ণভক্ত দেখি' দূরে যায় সর্বানর্থ !
কৃষ্ণভক্তি সমুদিত হয় পরমার্থ ॥

সাধুসঙ্গের ফল—

সংসার ভ্রমিতে ভব-ক্ষয়োগ্রুথ যবে ।
সাধুসঙ্গসংঘটন ভাগ্যক্রমে হ'বে ॥
সাধুসঙ্গকলে কৃষ্ণে সর্বেশ্বরেণ্বরে ।
ভাবোদয় হয় ভাই জীবের অন্তরে ॥

প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ ভক্ত—

সেই ত' প্রাকৃত ভক্ত দৌকিত হইয়া ।
কৃষ্ণার্চন করে বিধিমাৰ্গেতে বসিয়া ॥
উত্তম মধ্যম ভক্ত না করে বিচার ।
গুরুভক্তে সমাদর না হয় তাহার ॥

মধ্যম ভক্ত—

কৃষ্ণে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, মূঢ়ে কৃপা আর ।
গুরুভক্তদেখী জনে উপেক্ষা য়াহার ॥

তিহৌ ত' প্রকৃত ভক্তিসাধক মধ্যম ।

অতি শীঘ্র কৃষ্ণ-বলে হইবে উত্তম ॥

উত্তম ভক্ত—

সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণের ভাব সন্দর্শন ।

ভগবানে সর্বভূতে করেন দর্শন ॥

শত্রু-মিত্র বিষয়েতে নাহি রাগদেষ ।

তিহৌ ভাগবতোত্তম এই গৌর-উপদেশ ॥

উত্তম ভক্তের বিষয় স্বীকার—

বিষয় ইন্দ্রিয়দ্বারে করিয়া স্বীকার ।

রাগদ্বेषহীন ভক্তি জীবনে যাঁহার ॥

সমস্ত জগৎ দেখি' বিষ্ণুমায়াময় ।

ভাগবতগণোত্তম সেই মহাশয় ॥

ইন্দ্রিয় রুতি পরিচালন—

দেহেদ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধি-যুক্ত সবে ।

জন্ম নাশ কুধা তৃষ্ণা ভয় উপদ্রবে ॥

অনিত্য সংসার-ধর্মে হঞা মোহহীন ।

কৃষ্ণে স্মরি' কাল কাটে ভক্ত সমীচীন ॥

কর্ম দেহযাত্রার্থে মাত্র, কামের জন্য নহে—

যাঁর চিন্তে নিরন্তর যশোদানন্দন ।

দেহযাত্রামাত্র কামকর্মের গ্রহণ ॥

कामकर्मगोचररूप वामना उाहार ।

ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ ଉନ୍ମେ ଏହି ଭକ୍ତି ଚହ୍ନସାର ॥

इविजत देहात्प्रवृद्धिर्होत—

জ্ঞান কর্ম-বর্ণাশ্রম দেহের স্বভাব ।

তাঁহে সঙ্গদ্বারা হয় 'অহংমম'-ভাব ।

দেহসত্ত্বে 'অহংমম'-ভাব নাহি য'রি।

হরিপ্রিয়জন তিহোঁ, করহ বিচার ॥

সর্বভাৱে সমবুদ্ধিসম্পন্ন—

বিত্তসহে তাহে ছাড়ি' স্ব-পবভাবনা ।

‘তুমি’ ‘আমি’-সম্বন্ধে মিত্রারি-কল্পনা ॥

সব ভুলে সমবুদ্ধি শাস্ত্র যেই জন ।

ভাগবতোক্তম বଳি' তাঁহার গণন ॥

কৃষ্ণশাদপাদে সেই সুরমুগা ধন ।

‘তুই নৈশব লাগি’ না ছাড়ে যে জন ।

কৃষ্ণপদস্মৃতি নিমেষার্থ নাহি তাহে ।

বৈষ্ণব-অগ্রণী ভিহেঁ। পরানন্দে যজে ॥

ভক্ত ত্রিতাপমুক্ত—

कृष्णपदशाथानथमनिचल्लिकाय ।

নিরস্ত সকল তাপ বাঁহার হিয়ায় ॥

সে কেন বিষয়সূর্য্যতাপ অশ্বেষিবে।

ହୃଦୟ ଶୀତଳ ତା'ର ସର୍ବଦା ରହିବେ ।।

উত্তম ভক্তের অন্যান্য লক্ষণ—

যে বেঁধেছে প্রেমছাঁদে কৃষ্ণভিত্তিকমল ।
 নাহি ছাড়ে হরি তা'র হৃদয় সরল ॥
 অবশেষে যদি মুখে ফুরে কৃষ্ণনাম ।
 ভাগবতোত্তম সেই, সর্বকাম ॥
 স্বধর্মের গুণদোষ বুঝিয়া যে জন ।
 সর্ব ধর্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ ॥
 সেই ত' উত্তম ভক্ত, কেহ তা'র সম ।
 না আছে জগতে আর ভাগবতোত্তম ॥
 কৃষ্ণের স্বরূপ আর নামের স্বরূপ ।
 ভক্তের স্বরূপ আর ভক্তির স্বরূপ ।
 জানিয়া ভজন করে যেই মহাজন ।
 তা'র তুল্য নাহি কেহ বৈষ্ণব মূজন ॥
 স্বরূপ না জানে তবু অনন্যভাবেতে ।
 ক্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ ভজে নামস্বরূপেতে ॥
 তাই ভক্তোত্তম বলি' জানিবেরে তাই ।
 এই আশ্রয় দিয়াছেন চৈতন্য গোসাঞি ॥



ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীগৌরদর্শনের ব্যাকুলতা

গৌরাজ তোমার চরণ ছাড়িয়া,
চলিহু শ্রীবন্দাবনে ।
পূর্ব-লীলা তব, দেখিব বলিয়া,
হইল আমার মনে ॥
কেন সেই ভাব, হইল আমার,
এখন কাঁদিয়া মরি ।
তোমাতে না দেখি', প্রাণ ছাড়ি' যায়,
না জানি তবে কি করি ॥
ও রাজা চরণ, মম প্রাণ-ধন,
সমুদ্রবালিতে রাখি' ।
কি দেখিতে আইনু, নিজ মাথা খাইনু,
উড়ু উড়ু প্রাণপাখী ॥
যত চলি' যাই, মন নাহি চলে,
তবু যাই জেদ করি' ।
প্রেমের বিবর্ত, আমারে নাচায়,
না বুঝিয়া আমি মরি ॥
গৌরাজের রঙ্গ, বুঝিতে নারিনু,
পড়িহু দুঃখ-সাগরে ।
আমি চাই যাহা, নাহি পাই তাহা,
মন যে কেমন করে ॥
গৌরাজের তরে, প্রাণ দিতে যাই,
না হয় মরণ তবু ।
মরিব বলিয়া, পড়িয়া সমুদ্রে,
খাই মাত্র হাবুডুবু ॥
সে চন্দ্রবদন, দেখিবার লোভে,
শীঘ্র উঠি সিদ্ধুতটে ।

পুনঃ নাহি দেখি, প্রাণ উড়ি' যার,
 চলি পুনঃ টোটাবাটে ॥
 গোপীনাথদ্বন্দ্বনে, দেখি' গোরামুখ,
 পড়ি অচেতন হঞা ।
 পশ্চিম গৌসাক্ষি, মোরে লঞা রাখে,
 দেখি পুনঃ সংজ্ঞা পাঞা ॥
 গৌর-গদাধর, বসিয়া হু'জনে,
 বলেন আমার কথা ।
 অমনি কাঁদিয়া, বাই গড়াগড়ি,
 না বিচারি যথা তথা ॥
 কণেক বিরহ, সহিতে না পারি,
 গৌর মোর হৃদে নাচে ।
 মরিতে না দেয়, বাঁচিলে কোঁদল,
 কিসে মোর প্রাণ বাঁচে ॥
 হেন অবস্থায়' গৌবপদ ছাড়ি',
 মোর বৃন্দাবনে আসা ।
 এ বুদ্ধি হইল, কেন নাহি জানি,
 ইহ-পরলোক-নাশা ॥
 আঁজা লইলু যাইতে, আঁজা না পা
 তা'তে হয় অপরাধ ।
 গোরাচাঁদমুখ, না দেখিয়া মরি,
 সব দিকে মোর বাধ ॥
 গোরাপ্রেম যাব, সঙ্কট তাহার,
 প্রাণ লঞা টানাটানি ॥
 গদাধরগণে, এই ত' হৃদশা,
 সবে করে কাণাকাণি ॥

চতুর্দশ অধ্যায়

বিপরীত বিবর্ত

নবদ্বীপ দর্শনে বৃন্দাবন-দর্শন—

ভাইরে বৃন্দাবন যাওয়া আর হ'লো না ।
গোরাগুথ না দেখিয়া, গোরারূপ ধেয়াইয়া,
পথ না ভুলি' যাই অশ্রু দেশ ।
সেখান হইতে ফিরি' পুনঃ যাই দীরি দীরি,
পুনঃ আসি দেখি সে প্রদেশ ॥
এইরূপে কতদিনে, যাব আমি বৃন্দাবনে,
না জানি কি হবে দশা মোর ।
বৃক্ষতলে বসি' বসি', কাটি আমি অহর্নিশি,
কতু মোর নিজা আসে ঘোর ॥
স্বপ্নে বহু দূরে গিয়া, সিন্ধুতটে প্রবেশিয়া,
দেখি গোয়ার অপূর্ব নর্তন ।
গদাধর নাচে সঙ্গে, ভক্তগণ নাচে সঙ্গে,
গায় গীত অমৃতবর্ষণ ॥
নৃত্যগীত অবসানে, গোরা মোর হাত টানে,
বলে, “তুমি ক্রোধে ছাড়ি গেলে ।
আমার কি দোষ বল, তব চিত্ত সুচঞ্চল,
ব্রজে গেলে আমি হেথা ফেলে ॥
আইস আলিঙ্গন করি, শব বক্ষে বক্ষ ধরি',
ছাঁড়ো মুক্তি চিহ্নের বিকার ।

মদ্যাহ্নে করিয়া পাক, দেহ মোরে অন্ন শাক,
ফুন্নিবৃন্তি হটক্ আমার ॥

ছাড়িয়া অগদানন্দে, মোর মন নিরানন্দে,
ভোজনাদি নইল কত দিন ।

কি বৃষ্টিয়া গেলে তুমি, তঃখেতে পড়িলু আমি,
জগা মোরে সদা দয়াহীন ।

শীঘ্র ব্রজ নিরখিয়া, আভিস তুমি সুখী হঞা,
মোরে দেহ শাকার নাজন ।

তবে ত' বাঁচিব আমি, তা'তে সুখী হবে তুমি,
ক্রোধে মোবে না ছাড় কখন ॥”

নিদ্রা ভাঙ্গি' দেখি আমি, বহুব্র ব্রজভূমি,
নিকটেতে জাহ্নবীপুলিন ।

আহা ! নবদ্বীপধাম, নিত্যগৌরলীলাগ্রাম
ব্রজসার অতি সমীচীন ॥

আনন্দেতে মায়াপুরে, প্রবেশিলু অন্তঃপুরে
নমি আমি আইমাতা-পদ ।

গৌরাজের কথা বলি, শীঘ্র আইলাম চলি,
দেখি নবদ্বীপ-সুসম্পদ ॥

ভাবিলাম বৃন্দাবন, করিলাম দরশন,
আর কেন যাউ দূর দেশ ।

গৌর দরশন করি' সব হুঃখ পরিহরি'
ছাড়ি দিব বিরহজ-ক্লেশ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীনবদ্বীপে পূর্বাঙ্ক-লীলা

যখন যাহা মনে পড়ে গৌরাঙ্গ-চরিত ।

তাহা লিখি, হইলেও ক্রম-বিপরীত ॥

গৌরাঙ্গ-প্রসাদ—

শচী আই একদিন বড় যত্ন করি' ।

গোরা-অবশিষ্ট-পাত্র মোরে দিল ধরি' ॥

আমি খাইলাম বেন অমৃতাস্বাদন ।

গৌরাঙ্গ-প্রসাদ পাঞা আহ্লাদিত মন ॥

কতু কি করিব আমি সে ভুরি ভোজন ।

আবোনা অচ্যুত শাক, আইয়ের রন্ধন ॥

মোচাঘন্ট, কচুশাক তাহে ফুলবড়ি ।

মানচাকি, নিম্বপটোল, আর দধিবড়ি ॥

গাদিগাছা গ্রামে গম্বত—

ভোজনে আনন্দমতি,

চলিলাম হংসগতি,

নিতাই-গৌরাঙ্গগণ-সঙ্গে ।

গঙ্গাতীরে তীরে যাই,

গাদিগাছা গ্রাম পাই,

হরিনাম-গানের প্রসঙ্গে ॥

গোবিন্দ মৃদঙ্গ বায়,

বাসুঘোষ নাম পায়,

নাচে গদাধর বক্রেশ্বর ।

হরিবোল রব শুনি', চারিদিকে হুঙ্কনি,

গোরাপ্রেমে সনে মাতোয়ার ॥

নাচ গান নাহি জানি, তবু নাচি উধ'পাশি,

গৌরান্ন নাচায় অঙ্গে পশি' ।

স্বরতালবোধ নাই, তবু নাচি, তবু গাই,

কি জানি কি জানে গৌরশশী ॥

তথায় গোপগণের সেবা—

গাদিগাছা গ্রামে আসি', গোপপত্নী মাঝে পশি',

গোরা বলে “শুন ভক্তগণ !

দহকূলে বিচরণ, আজি মোদের বিচরণ,

বৃক্ষমূলে করিব শয়ন ॥

এই বটবৃক্ষতলে, গাভী আছে কুতূহলে,

গোপ-সহ করিব বিহার ।”

বহু-গোপগণ আইল, দধি, ছানা, ননী দিল,

পথশ্রম না রহিল আর ॥

নৃসিংহানন্দের সঙ্গে, প্রহ্লাদ আইল সঙ্গে,

পুরুষোত্তমাচার্য মিলিল ।

মৃদঙ্গের বাজরবে, গৃহ ছাড়ি' আইল সবে,

হরিক্ষনি গগনে উঠিল ॥

ভীম গোপ—

ভীম-নামে গোপ এক পরম উদার ।

অগ্রসর হঞা বলে—“শুনহ গোহার ॥

আমার জননী শ্যামা গোয়ালিনী ধন্য ।
 পদ্মানগরের সাধু গোয়ালার কন্যা ॥
 শচী আইকে মা বলিয়া সদা করে সেবা ।
 সে সম্পর্কে তুমি আমার মাতুল হইবা ॥
 চল মামা মোর ঘরে চল দল লঞা ।
 শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কর আনন্দিত হঞা ॥
 দধি-দুগ্ধ যাহা কিছু রাখিয়াছে মা ।
 সব খাওয়াইব আর টীপে দিব পা ॥”

গৌরাস্তের ভীমের গৃহে গমন ও ক্ষীর ভোজন—

নাছোড় হইয়া যবে সকলে ধরিল ।
 গোপপ্রেমে গৌরা গোপগৃহেতে চলিল ॥
 শ্যামা গোয়ালিনী তবে উলুধ্বনি-দিয়া ।
 সকলকে গোয়াল ঘরে দিল বসাইয়া ॥
 শ্যামা বলে “পণ্ডিত দাদা, কেমন আছেন মা ?”
 “ভাল ভাল” বলি’ গৌরা নাচাইল গা ॥
 কলাপাতা পাতি শ্যামা দেয় দধি-ক্ষীর ।
 ভক্তগণ লঞা নিমাই ভোজনে বসে ধীর ॥

গৌরাদহ—

ভোজন সমাপি’ চলে সেই দহের তীরে ।
 হরিগুণগান সবে করে ধীরে-ধীরে ॥

রামদাস গোপ আসি' করে নিবেদন ।
দহের জল পান নাহি করে গাভীগণ ॥

দহে নক্র—

নক্র এক ভয়ঙ্কর বেড়ায় দহের জলে ।
জল না খাইয়া গাভী ডাকে হাহা বোলে ।
তাহা শুনি' গোরা করে শ্রীনামকীর্তন ।
কীর্তনে আকৃষ্ট হইল নক্র ততক্ষণ ॥

নক্র জহে, দেবশিশু—

শীঘ্র করি' উঠিয়া আইল গোরা পায় ।
পদস্পর্শে দেবশিশু পরিদৃশ্য হয় ॥
কাঁদি' সেই দেবশিশু করেন স্তবন ।
নিজ দুঃখকথা বলে আর করয়ে রোদন ॥

নক্ররূপী দেবশিশুর পূর্ব বিবরণ—

দেবশিশু বলে “প্রভু ! দুর্বাসার শাপে ।
নক্ররূপে ভ্রমি আমি, সর্বলোক কাঁপে ॥
কাম্যবনে মুনিবর গুতিয়া আছিল ।
চঞ্চলতা করি তা'র জটা কাটি নিল ॥”
ক্রোধে মুনি কহে “তুমি পাণ্ডা নক্ররূপ ।
চারিযুগ থাক কর্মফল-অনুরূপ ॥”
তবে কাঁদিলাম আমি মিনতি করিয়া ।
জয়া করি' মুনি মোরে কহিল ডাকিয়া ॥

“ওরে দেবশিশু ! যবে শ্রীনন্দনন্দন ।
 নবদ্বীপে হইবেন শচীপ্রাণধন ॥
 তাঁহার কীর্তনে তোমার শাপ-ক্ষয় হ’বে ।
 দিব্য দেহ পেয়ে তবে ত্রিপিষ্টপ যা’বে ॥

দেবশিশুর স্তব—

“জয় জয় শচীসুত পতিতপাবন ।
 দীনহীন-অগতির গতি মহাজন ॥
 চৌদ্দভুবনে ঘোষে স্নকীর্তি তোমার ।
 আমরা হেন অধমের করিলে উদ্ধার ॥
 এই নবদ্বীপধাম সর্বধামসার ।
 এখানে হইলে কলি-পতিতপাবন ॥
 কলিজীব উদ্ধারিবে দিয়া হরিণাম ।
 আসিয়াছ মহাপ্রভু ! তোমাকে প্রণাম ॥
 চারি যুগ আছি আমি নকরূপ ধরি’ ।
 এবে উদ্ধারিলে তুমি পতিতপাবন হরি ॥
 তব মুখে হরিণাম পরম মধুর ।
 স্থাবরাস্থাবর জীব তারিলে প্রচুর ॥
 আজ্ঞা দেও যাই আমি ত্রিপিষ্টপ যথা ।
 মাতা পিতা দেখি’ সুখ পাইবে সর্বথা ॥”

দেবশিশুর স্বরূপপ্রাপ্তি ও স্বস্থানে গমন—

এত বলি’ প্রণমিয়া দেবশিশু যায় ।
 কীর্তনের রোল তবে উঠে পুনরায় ॥

মধ্যাহ্ন হটল দেবি' সকল ভক্তগণ ।
 প্রভুসঙ্গে মায়াপুর করিল গমন ॥
 মহাপ্রভুর এই লীলা যে করে শ্রবণ ।
 ব্রহ্মশাপমুক্ত হয় সেই মহাজন ॥

গোরাদহ-দর্শনের ফল—

সেই হইতে 'গোরাদহ' নাম পবচার ।
 কালীয়দেহে আসি হটল তাহার ॥
 সেই 'দহ' দর্শনে স্পর্শনে পাপক্ষয় ।
 কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় সর্ববেদে কয় ॥
 সেই গোপগণ দেখ মহাপ্রেমানন্দে ।
 গোরাঙ্গে করিল হেথা মামা বলি' স্কন্ধে ॥
 সকলে দেখিল প্রভুর পূর্বাহ্ন-বিহার ।
 তাঁহি মধ্যে দেখে রামকৃষ্ণ-লীলাসার ॥
 দেখে গোবর্ধন তথা মানস-জাহ্নবীপুলিন ।
 কৃষ্ণগোচারণলীলা অতি সমীচীন ॥
 গোপগণ জানিল যে নিমিত্ত-চরিত ।
 শ্রীনন্দনন্দনলীলা নিজ সমীহিত ॥



ষোড়শ অধ্যায়

পীরিতি কিরূপ ?

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রশ্ন—

একদিন রঘুনাথ স্বরূপে জিজ্ঞাসে ।

“কি বস্তু পীরিতি, মোরে শিখাও আভাসে ॥

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস যে প্রীতি বর্ণিল ।

সে প্রীতি বুঝিতে মোর শক্তি না হইল ॥

তঁাহাদের বাক্যে বাহ্যে বুঝে যে পীরিতি ।

সে কেবল জীপুরুষের প্রণয়ের রীতি ॥

সে কেমন পরমার্থ-মধ্যে গণ্য হয় ।

প্রাকৃত কামকে কেন অপ্রাকৃত কয় ॥

মহাপ্রভু তোমার সঙ্গে সেই সব গান ।

কবেন সর্বদা, তা’র না পাই সন্ধান ॥

প্রভু তব হস্তে মোরে করিল সমর্পণ ।

আজ্ঞা কৈল শিখাও এবে নিগূঢ় তত্ত্বধন ॥

প্রীতি-তত্ত্ব কি ?

কৃপা করি’ প্রীতি-তত্ত্ব মোরে দেহ বুঝাইয়া ।

কৃতার্থ হইব মুঞি সংশয় ত্যজিয়া ॥”

উত্তর—

স্বরূপে বলিল,—“ভাই রঘুনাথ দাস !

নিভূতে তোমাতে তত্ত্ব করিব প্রকাশ ॥

আমি কিবা রামানন্দ অথবা পণ্ডিত ।

কেহ না বুঝিবে তব প্রভু'র উদ্ভিত ।

তবে যদি গৌরচন্দ্র জিহ্বায় বসিয়া ।

বলাইবে নিজতত্ত্ব সকল হইয়া ।

তখনি জ্ঞানিবে হৈল সুসত্য প্রকাশ ।

গুনিয়া আনন্দ পা'বে রঘুনাথ দাস ॥

চণ্ডীদাস বিজ্ঞাপতি, কর্ণামৃত, রায়ে'র গীতি,

এসব অমূল্য শাস্ত্র জ্ঞান ।

এসবে নাহিক কাম, এসব প্রেমের ধাম,

অপ্রাকৃত তাহাতে বিধান ॥

শ্রী-পুরুষ-বিবরণ যে কিছু তাঁহি বর্ণন,

সে সব উপমা মাত্র সার ।

প্রাকৃত-কাম-বর্ণন, তা'হে কৃষ্ণ-অদর্শন,

অপ্রাকৃত করহ বিচার ॥

কি পুরুষ, কিবা নারী, এ-তত্ত্ব বুঝিতে নারি,

জড়দেহে করে রসরস ।

সে গুরু কৃষ্ণের ভাগে, শুদ্ধ-রতি নাহি জানে,

তাহার ভজন মায়ারঙ্গ ॥

কৃষ্ণপ্রেম—

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,

সেই প্রেমা অমৃতের সিদ্ধি ।

নির্মল সে অনুরাগ, নাহি তাহে জড়দাগ,

শুক্লবস্ত্র শৃଙ্খমসীবিନ୍ଦু ॥

♥কপ্রেম-সুখসিন্ধু, পাই তা'র এক বিন্দু,

সেই বিন্দু জগৎ ডুবায় ।

জড়দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,

শুদ্ধ দেহ না হয় উদয় ॥

দূরে শুদ্ধ প্রেমবন্ধ, কপট প্রেমেতে অন্ধ,

সেই প্রেমে কৃষ্ণ নাহি পায় ।

তবে যে করে ক্রন্দন, স্ব-সৌভাগ্য প্রত্যাশন.

করে ইহা, জানিহ নিশ্চয় ॥

কৃষ্ণপ্রেম যা'র হয়, তা'র বিভাব চিন্ময়,

অনুভাব দেহেতে প্রকাশ ।

সাত্ত্বিকাদি ব্যভিচারী, চিন্ময়-স্বরূপ ধৰি'.

চিৎস্বরূপে করয়ে বিলাস ॥

ধন্য সেই লীলাশুক, কৃষ্ণ তা'রে হ'য়ে সম্মুখ,

দিল ভ্রজের অপ্রাকৃত রস ।

ছাড়িল এদেহ-রঙ্গ, প্রাকৃতালম্বন-ভঙ্গ,

তা'হে কৃষ্ণ পরম সন্তোষ ॥

বিজ্ঞাপতি, চণ্ডীদাস, ছাড়ি' পূর্ব রসভাস,

অপ্রাকৃত-রসলাভ কৈল ।

পূর্বে ছিল তুচ্ছ রস, তাহা ছাডি' প্রেমবশ,

ইঞা, কৃষ্ণভজন লভিল ।

তুচ্ছ রসে মাতোয়ার,
না পায় কৃষ্ণরস-সার,
নহে বংশীবদনালখন ।

জড় দেহে সাজে সাজ,
মাথায় তা'র পড়ে বাজ,
প্রাণকীটের করয়ে ধারণ ।

সেই তুচ্ছ রস ত্যজি',
শ্রীনন্দনন্দন ভজি',
দেখে কৃষ্ণ শ্রীবংশীবদন ।

নিজে গোপীদেহ পায়
ব্রজবনে বেগে যায়,
পূর্বসঙ্গ করয় ত্যজন ।

তথাহি মহাপ্রভুর শ্লোক :—

“ন প্রেমগন্ধোহস্তি দর্যপি মে হরৌ
ক্লন্দামি সৌভাগ্যভরণং প্রকাশিতুম্ ।

বংশীবিলাসাননলোকনং বিনা

বিভর্মি যং প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥”

ব্রজগোপী বাতীত পীরিতি বুঝে না—

পীরিতি পীরিতি পীরিতি বলে, পীরিতি বুঝিল কে ?
যে জন পীরিতি বুঝিতে পারে, ব্রজগোপী হয় সে ।
পীরিতি বলিয়া তিনটী আঁখর বিদিত ভূবন-মাঝে ।
যাহাতে পশিল, সেই সে মজিল, কি তা'র কলঙ্কলাজে ।
ব্রজগোপী হঞা, চিত্তেহ স্মরিয়া, জড়ের সম্বন্ধ ছাড়ে ।
বিষয়ে আশ্রয়ে শুদ্ধ-আলখন, পরকীয়-রস বাড়ে ।

ব্রজ বিনা কোথাও নাহি পরকীয়-ভাব ।

বৈকুণ্ঠ-লক্ষ্মীতে তা'র সদা অসম্ভাব ।

সহজিয়ার প্রীতি—

সংসারে যতেক,	পুরুষ, রমণী
আলম্বন-দোষে সদা ।	
রক্তমাংসদেহে,	আরোপ করিতে,
নারকী হয় সর্বদা ॥	
অতএব তা'রা	সহজ-সাধনে,
কৃষ্ণকৃপা যবে পায় ।	
জড়দেহগন্ধ.	ছাড়িয়া সে সব,
চিদানন্দরসে ধায় ॥	

রায় রামানন্দর প্রীতি—

প্রকৃত সহজ,	শ্রীকৃষ্ণভজন,
করে রামানন্দ রায় ।	
সুবৈধ সাধনে,	এ জড় দেহেতে,
সুযুক্ত বৈরাগ্য ভায় ॥	
বিশুদ্ধ দেহেতে,	ব্রজে কৃষ্ণ ভজে,
মহাপ্রভু-কৃপা পাঞা ।	
নাটকাভিনয়ে,	দেবদাসীশিক্ষা,
সঙ্গদোষশূন্য হঞা ॥	

প্রীতিশিক্ষায় অধিকার কাহার ?—

রামানন্দ বিনা,	তাহে অধিকার,
কেহ নাহি পায় আর ।	

পরস্পরী-দর্শন, স্পর্শন, সেবন,
বুদ্ধি হৃদে আছে যা'র ।
পীরিতি-শিলায়, জানিবে নিশ্চয়,
নাহি তা'র অধিকার ॥

দ্বীপুঙ্গববুদ্ধি প্রাবীতে প্রীতিসাধন অসম্ভব—

কভু এ সংসারে, স্ত্রী-পুং-ব্যবহারে,
না হয় পীরিতি-ধন ।
চর্মসুখ যত, অনিত্য নিয়ন্তে,
নহে নিত্য সংঘটন ॥
গোপীভাব ধরি', চিত্তর্ম আচরি',
পীরিতি সাধিবে যেই ।
স্ত্রী-পুং-ব্যবহার, নাহিক তাহার,
ভিতরে গোপিনী সেই ॥
বাহিরে সজ্জন, ধর্ম-আচরণ,
আমরণ বৈধাচার ।
অস্তুরেতে গোপী, চিত্তে কৃষ্ণ সেবে,
কেবল পীরিতি তা'র ॥
“যঃ কৌমারহরঃ”, ইত্যাদি কবিতা,
কেবল উপমাশূল ।
নাটক-নাটিকা, চিত্তস্বরূপ ইন্দ্রা,
কৃষ্ণ ভঞ্জে সুনির্মল ॥

জড়তে এইভাবে আরোপ, নরক,—কলির ছলনা—

কেহ যদি বলে ইহা আরোপ চিন্তায় ।
 পরপুরুষেতে কৃষ্ণভজন উপায় ॥
 চৈতন্য আজ্ঞায় আমি এ কথা না মানি ।
 জড়তে একরূপ বুদ্ধি নরক বলি' মানি ॥
 জড়দেহে চিদারোপ, সঙ্গ তুচ্ছ অতি ।
 তাহে কৃষ্ণভাব আনা, সমূহ দুর্মতি ॥
 কলির ছলনা এই জানিহ নিশ্চয় ।
 ইহাতে বৈষ্ণব-ধর্ম অধঃপথে যায় ॥
 শূকতি পুরুষনাথ উপমা বুঝিয়া ।
 স্বীয় অপ্রাকৃতদেহে কৃষ্ণ ভজে গিয়া ॥
 চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি আদি মহাজন ।
 পূর্ববুদ্ধি দূরে রাখি' করিল ভজন ॥
 সে সেবার শেষ বাক্য চিন্ময়ী পৌরীতি ।
 আছে তবু নাহি বুঝে ছকৃতির রীতি ॥
 রঘুনাথ ! “এ বিষয়ে করহ বিচার ।
 তোমা হেন ভক্ত প্রচারিবে সদাচার ॥
 এ বিষয় একবার প্রভুকে জানাঞা ।
 চিত্ত দৃঢ় করি লও, দৃঢ় কর হিয়া ॥
 তবে রঘুনাথ শ্রীমৎ প্রভুপদে গিয়া ।
 ঠারে ঠারে জিজ্ঞাসিল বিনীত হইয়া ॥

প্রভু তা'রে আচ্ছা দিল আমার সম্মুখে ।

রঘুনাথ আচ্ছা পেয়ে ভক্তে মনমুখে ॥

জীৱঘ্নাতা-প্রীতি মহাপ্রভুর আচ্ছা—

“গ্রাম কথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে ।

ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥

অমানী, মানদ, হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে ।

জ্ঞেয়ে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥”

এই আচ্ছা পাঞা রঘু বুঝিল তখন ।

পৌরিত্তি না হয় কভু ভুড়েতে সাধন ॥

মানসেতে সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন ।

সেই দেহে রাধানাথের করিবে সেবন ॥

অমানী মানব ভাবে অতিক্রম হঞা ।

বৃক হেন সহিষ্ণুতা আপনে করিয়া ॥

বাহুদেহে কৃষ্ণনাম সর্বকাল পায় ।

অস্ত্রদেহে থাকে রাধাকৃষ্ণের সেবায় ॥

ভাল খাওয়া ভাল পরা পরিত্যাগ করি’ ।

প্রাণবৃত্তিদ্বারা জড়দেহযাত্রা ধরি’ ॥

মৰ্কট-বৈরাগী—

এই জড়দেহে রাধাকৃষ্ণ-বুদ্ধ্যারোপ ।

মৰ্কট-বৈরাগী করে সৰ্বশর্ম লোপ ॥

প্রভু বলিয়াছেন—“মর্কট বৈরাগী সে জন ।
বৈরাগীর প্রায় থাকি’ করে প্রকৃতি-সম্ভাবণ ॥

বিশুদ্ধ বৈরাগী—

বিশুদ্ধ বৈরাগী করে নাম সংকীর্তন ।
মাগিয়া থাইয়া করে জীবন-যাপন ॥
বৈরাগী হইয়া যেরূপ করে পরাপেক্ষা ।
কার্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস ।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ ॥
বৈরাগী কহিবে সদা নাম-সংকীর্তন ।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ ॥
জিহ্বার লালসে যেই সমাজে বেড়ায় ।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥”



সপ্তদশ অধ্যায়

ভক্তভেদে আচারভেদ

আর দিনে শ্রীস্বরূপ রঘুনাথে কয় ।

“তোমারে নিগূঢ় কিছু কহিব নিশ্চয় ॥

ভজনবিহীন ধর্ম্য কেবল কৈতব—

যে বর্ণেতে জন্ম যা'র, যে আশ্রমে স্থিতি ।

তত্ত্বধর্মে দেহযাত্রা এই শুদ্ধ নীতি ॥

এইমতে দেহযাত্রা নির্বাহ করিয়া ।

নিরন্তর কৃষ্ণ ভজে একান্ত হইয়া ॥

সেই সে সুবোধ, সুধার্মিক, সুবৈষ্ণব ।

ভজনবিহীন-ধর্ম্য কেবল কৈতব ॥

কৃষ্ণ নাহি ভজে, করে ধর্ম্য-আচরণ ।

অধঃপথে যায় তা'র মানব-জীবন ॥

গৃহী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী ।

কৃষ্ণ ভক্তিশূন্য অসন্তোষা দিবানিশি ॥

সম্বন্ধজ্ঞাতলাভ ও যুক্ত-বৈরাগ্য-আশ্রয়—

সকলেই করিবেন যুক্ত-বৈরাগ্য-আশ্রয় ।

কৃষ্ণ ভজিবেন বুঝি' সম্বন্ধ নিশ্চয় ॥

সম্বন্ধনির্ণয়ে হয় আলম্বন বোধ ।

শুদ্ধ-আলম্বন হৈলে হয় প্রেমের প্রবোধ ॥

প্রেমে কৃষ্ণ ভঞ্জে সেই বাপের ঠাকুর ।
 প্রেমশূণ্য জীব কেবল ছাঁচের কুকুব ॥
 কৃষ্ণভক্তি আছে যা'র বৈষ্ণব সে জন ।
 গৃহ ছাড়ি' ভিক্ষা করে না করে ভজন ।
 বৈষ্ণব বলিয়া তা'রে না করে গণন ॥
 অন্ত দেব-নির্মাল্যাদি না কর গ্রহণ ।
 কর্মকাণ্ডে কতু না মানিবে নিমন্ত্রণ ॥

গৃহী ও গৃহত্যাগী-বৈষ্ণবের আচার—

গৃহী গৃহত্যাগী ভেদে বৈষ্ণব-বিচার ।
 ছ'হ ভক্তি-অধিকারী পৃথক্ আচার ॥
 ছ'হার চাহিয়ে যুক্ত-বৈরাগ্য-বিধান ।
 সূজ্ঞান, সূভক্তি ছ'হার সমপরিমাণ ॥

গৃহস্থ বৈষ্ণবের কৃতা—

গৃহস্থ-বৈষ্ণব সদা স্বধর্ম অর্জিবে ।
 আতিথ্যাদি সেবা যথাসাধ্য আচরিবে ॥
 বৈধপত্নী সহবাসে নহে ভক্তিগানি ।
 সার্বপ মুঠৈল ব্যবহারে দোষ নাহি মানি ॥
 দধি-দুগ্ধ স্নান-উপচরিত আমিষ ।
 যুক্ত-বৈরাগীর হয় গ্রহণে নিরামিষ ॥
 গৃহস্থ বৈষ্ণব সদা নামাপরাধ রাখি দূরে ।
 আবুকুলা লয়, প্রাতিকুলা ত্যাগ করে ॥

ঐকান্তিক নামাশ্রয় তাহার মহিমা ।
 গৃহস্থ বৈষ্ণবের নাহি নাহায়েয়ার সীমা ॥
 পরহিংসা, ত্যাগ, পর-উপকারে রত ।
 সর্বভূতে দয়া গৃহীর এইমাত্র ব্রত ॥

গৃহত্যাগী বা বৈরাগী বৈষ্ণবের কৃত্য—

বৈরাগী বৈষ্ণব প্রাণবৃত্তি অঙ্গীকরি ।
 অসংকর স্তীমস্ত্যাবশ্যশূন্য, ভজে হরি ॥
 এইরূপ আচারভেদে সকল বৈষ্ণব ।
 কৃষ্ণ ভক্তি' পায় কৃষ্ণের অপ্ৰাকৃত বৈভব ॥

বৈষ্ণবের কুটীনাটী নাই—

গৃহী হউক ত্যাগী হউক ভক্তে ভেদ নাই ।
 ভেদ কৈল কুন্তীপাক নরকেতে যাই ॥
 মূল-কথা, কুটীনাটী ব্যবহার যা'র ।
 বৈষ্ণবকুলেতে সেই মহাকুলঙ্গার ॥
 সরল ভাবেতে গঠি নিজ ব্যবহার ।
 জীবনে মরণে কৃষ্ণভক্তি জানি সার ॥
 কুটীনাটী কপটতা শাঠ্য কুটীলতা ।
 না ছাড়িয়া হরি ভজে তা'র দিন গেল বৃথা ॥
 সেই সব ভাগবত কদর্থ করিয়া ।
 ইন্দ্রিয় চরাঞ্চল বুলে প্রকৃতি ভুলাইয়া ॥

ভাগবত-শ্লোক যথা :—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাপ্নিতঃ ।
ভক্ততে তাদৃশীঃ ক্রীড়া বা শ্রদ্ধা তৎপরো ভবেৎ ॥
লম্পট পাপিষ্ঠ আপনাকে কৃষ্ণ মানি ।
কৃষ্ণলীলা অনুকৃতি করে ধর্মহানি ॥

শুদ্ধভক্তের রাধাকৃষ্ণের সেবা—

শুদ্ধভক্ত ভক্তভাবে চিৎস্বরূপ হঞা ।
অঙ্গে রাধাকৃষ্ণ সেবে সখীভাব লঞা ॥
কৃষ্ণভাবে তৎপর হয় যে পামর ।
কুস্তীপাক প্রাপ্ত হয় মরণের পর ॥

অন্তরঙ্গ ভক্তি দেহে নহে, আত্মায়—

অন্তরঙ্গ ভক্তি মনে, দেহে কিছু নয় ।
কুটীনাটী বলে মূঢ় আচরণ হয় ॥
সেই সব অসৎসঙ্গ দূরে পরিহারি' ।
কৃষ্ণভজে শুদ্ধভক্ত সিদ্ধদেহ ধরি' ॥

কৃষ্ণই পুরুষ, আর সব প্রকৃতি—

ভক্তসব প্রকৃতি হইয়া মজে কৃষ্ণপায় ।
পুরুষ একলে কৃষ্ণ, দাস মহাশয় ॥
রঘুনাথ দাস তবে বিনীত হইয়া ।
স্বরূপেরে নিবেদন করে ছ'হাত জুড়িয়া ॥

“এল প্রভু, আছে এক জিজ্ঞাস্য আমার ।

অধর্মবিহীনভক্তি সর্বভক্তিসার ॥

গৃহস্থ ও অধর্ম—

তবে কেন গৃহস্থ থাকিবে অধর্মেতে ।

অধর্ম ছাড়িয়া ভক্তি পায়ে ত’ করিতে” ॥

স্বরূপ বলে,—“শুন, ভাঠ ইহাতে যে মর্ম ।

বলির তোমাকে আমি শুদ্ধভক্তি ধর্ম ॥

অধর্মে জীবনযাত্রা সহজে ঘটয় ।

পরধর্মে কষ্ট আছে, স্বাভাবিক নয় ॥

অধর্মে ভক্তির অনুকূল যাহা হয় ।

তা’ই ভক্তিমান্ জন গ্রহণ করয় ॥

যাহা যখন ভক্তি-প্রতিকূল হঞা যায় ।

তাহা ত্যাগ করিলে ত’ শুদ্ধভক্তি পায় ॥

অতএব অধর্মানিষ্টা চিত্ত হইতে ত্যজি’ ।

ভক্তিনিষ্ঠা করিলেই সাধুধর্ম ভজি’ ॥

অধর্মত্যাগের নাম নিষ্ঠাপরিহার ।

নিঃস্রোতঃ দূর হইলে হয় বৈষ্ণব আচার ॥

কৃষ্ণস্মৃতি-বিধি, কৃষ্ণবিস্মৃতি-নিষেধ—

নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতি মূলবিধি তাই ।

কৃষ্ণবিস্মৃতি যাহে নিষেধ মূল তাই” ॥

তবে রঘুনাথ বলে,—“কথা এক আর ।

আজ্ঞা হয় শুনি যাহে বৈষ্ণব-বিচার ॥

শ্রীঅচ্যুতগোত্র ও স্বধর্ম—

শ্রীঅচ্যুতগোত্র বলি' বৈষ্ণব-নির্দেশ ।
 ইহার তাৎপর্য কিবা, ইথে কি বিশেষ ॥”
 স্বরূপ বলে, — “গৃহী, ত্যাগী উভয়ে সর্বথা ।
 এই গোত্রে অধিকারী নাহিক অন্যথা ॥
 অচ্যুতগোত্রে থাকে শুদ্ধভক্ত যত ।
 স্বধর্মনিষ্ঠায় কভু নাহি হয় রত ॥
 সংসারের গোত্র ত্যজি' কৃষ্ণগোত্র ভঞ্জে ।
 সেই নিত্যগোত্র তা'র, সেই বৈসে ব্রঞ্জে ॥
 কেহ বা স্বদেশে বৈসে ব্রহ্মগোপী হঞা ।
 কেহ বা আরোপসিদ্ধ-মানসে লইয়া ॥

প্রবর্ত, সাধক, সিদ্ধ—

প্রবর্ত, সাধক, সিদ্ধ—তিন যে প্রকার ।
 বুঝিতে পারিলে বুঝি ভক্তিধর্মসার ॥
 ‘কনিষ্ঠাধিকারী’ হয় ‘প্রবর্তে’ গণন ।
 ‘মধ্যমাধিকারী’ ‘সাধক’ ভক্ত মহাজন ॥
 ‘উত্তমাধিকারী’ হয় ‘সিদ্ধ’ মহাশয় ।
 হৃদয়ে স্বধর্ম নিষ্ঠা কভু না করয় ॥
 মধ্যমাধিকারী আর উত্তমাধিকারী ।
 সকলে অচ্যুতগোত্র দেখহ বিচারি ॥

আরোপ—

রঘুনাথ বলে,—“এবে আরোপ বুঝিব ।
 তাৎপর্য বুঝিয়া সব সন্দেহ ত্যজিব ॥”
 দামোদর বলে,—“শুন, আরোপ-সন্ধান ।
 ইহাতে চাহিয়ে ভক্তিস্বরূপের জ্ঞান ॥

ত্রিবিধা বৈষ্ণবী ভক্তি—

ত্রিবিধা বৈষ্ণবী ভক্তি করহ বিচার ।
 ‘আরোপ-সিদ্ধা’, ‘সঙ্গসিদ্ধা’, ‘স্বরূপ-সিদ্ধা’ আর ॥

আরোপ-সিদ্ধা ভক্তি—কনিষ্ঠাধিকারীর—

আরোপ-সিদ্ধার কথা বলিব প্রথমে ।
 সুস্থির হইয়া বুঝ চিত্তের সংযমে ॥
 বদ্ধ বহির্মুখ জীব বিষয়ী প্রধান ।
 জড়সঙ্গমাত্র করি’ করে অবস্থান ॥
 জড়সুখ জড়দুঃখ নিয়ম তাহার ।
 প্রাকৃত সংসর্গ বিনা কিছু নাহি আর ॥
 অপ্রাকৃত বলি’ কিছু নাহি পায় জ্ঞান ।
 অপ্রাকৃত-তত্ত্ব মনে নাহি পায় স্থান ॥
 নিজে অপ্রাকৃত বস্তু তাহাও না জানে ।
 অরক্ষিত শিশু যেন সদাই অজ্ঞানে ॥
 কোন ভাগো কোন জন্মে স্মৃতির ফলে ।
 অন্ধার উদয় হয় হৃদয়কমলে ॥

প্রথম সন্ধানে শুনে' আমি কৃষ্ণদাস !

এ সংসার হচ্ছে উদ্ধারে করে আশ ।

কৃষ্ণার্চন—

কর বলে 'শুন, বাছা, কর কৃষ্ণার্চন' ।

কৃষ্ণার্চনে তবে তা'র ইচ্ছা-সংগঠন ॥

কৃষ্ণ যে অপ্রাকৃত প্রভু, এই মাত্র শুনে ।

কৃষ্ণস্বরূপ অপ্রাকৃত তাহা নাহি জানে ॥

নিজ চতুর্দিকে যাহা করে দরশনে ।

তঁহি মধ্যে ইষ্ট যাহা বুঝি দেখ মনে ॥

ইষ্টদ্রব্যে ইষ্টমূর্তির করয় পূজন ।

এই স্থলে হয় তা'র আরোপ-চিন্তন ॥

মলুষ্যমূর্তি এক করিয়া গঠন ।

গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপে করয়ে অর্চন ॥

আরোপ-বুদ্ধো ভাবে সব অপ্রাকৃত ধন ।

আরোপ চিন্তিয়া কভু অপ্রাকৃতাপন ॥

ইহাতে যে কর্মার্পণ আরোপের স্থল ।

আরোপে ক্রমশঃ ভক্তিতত্ত্বে পায় বল ॥

এই ত' আরোপ-সিদ্ধা ভক্তির লক্ষণ ।

কনিষ্ঠাধিকারীর হয় এই সমর্চন ॥

তত্ত্ববোধে শ্রীমূর্তিপূজা—

তত্ত্বটি বুঝিয়া যবে শ্রীমূর্তি পূজয় ।

তবে মধ্যম অধিকার হয় ত' উদয় ॥

উদ্ভাসিকারে আবোপের নাহি স্থান ।
মানসে অপ্রাকৃত-তত্ত্বের পায় ত' সন্ধান ॥
প্রেমের উদয় হয় প্রেমচক্ষে হেরি' ।
প্রাণেশ্বরে ভজে পূর্ব-আরোপ দূর করি' ॥
ভক্তি স্বভাবতঃ নহে হেন কর্ম-পর্ণে ।
আরোপসিদ্ধা ভক্তিমধ্যে হয় ত' গণনে ॥

আরোপ-সিদ্ধার মূলতত্ত্ব—

আরোপ-সিদ্ধার এক মূলতত্ত্ব এই ।
ও ড়বস্ত, জড়কর্ম ভক্তিভাবে লই ॥
'ওড়বস্ত' জড়কর্মমধ্যে যুগ্ম্য যাহা ।
অর্পণেও ভক্তি নাহি হয় কভু তাহা ॥
উপাদেয় ইষ্ট বলি' কর্মার্পণ করে ।
'আরোপসিদ্ধা ভক্তি' বলি' বলিব তাহারে ॥
মায়াবাদে অর্চনাস্ত আরোপ-লক্ষণ ।
ভক্তিবাদে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির দর্শন ॥

সঙ্গ-সিদ্ধা ভক্তি—

এবে গুন, 'সঙ্গ-সিদ্ধা ভক্তি' যেইরূপ ।
শুদ্ধজ্ঞান সুবৈরাগ্য সঙ্গসিদ্ধার স্বরূপ ॥
যথা ভক্তি তথা যুক্তবৈরাগ্য শুদ্ধজ্ঞান ।
সাহচর্যে সঙ্গসিদ্ধ বুঝহ সন্ধান ॥
দৈন্ত্য দয়া সহিষ্ণুতা ভক্তি-সহচর ।
সঙ্গসিদ্ধ-ভক্তি-অঙ্গ জ্ঞান অতঃপর ॥

স্বরূপ-ভক্তি—

সাক্ষাৎ ভক্তির কার্য যাহাতে নিশ্চয় ।
 'স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি'র ক্রিয়া তাহাই হয় ॥
 অবগ-কীর্তন-আদি নববিধ ভজন ।
 স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বলি' তন্মামকীর্তন ॥
 কৃষ্ণেতে সাক্ষাৎ তাহাদের মুখ্যগতি ।
 আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধার গৌণভাবে স্থিতি ॥
 স্বতঃসিদ্ধ আত্মবুদ্ধি শুদ্ধভক্তিসার ।
 বদ্ধজীবে মনোবৃত্তে উদয় তাহার ॥
 কৃষ্ণোন্মুখ জড়দেহে তাহার বিস্তৃতি ।
 এ জগতে ভক্তিদেবীর এইরূপ স্থিতি ॥

ত্রিবিধ ভক্তির ত্রিবিধা ক্রিয়া—

সেই ভক্তি 'স্বরূপসিদ্ধা' সাক্ষাৎ ক্রিয়া যথা ।
 'সঙ্গসিদ্ধা' সহচর সাহায্যে সর্বথা ॥
 'আরোপসিদ্ধা' হয় যথা প্রাকৃত বস্তু ক্রিয়া ।
 অপ্রাকৃত ভাবে সাধে প্রাকৃত নাশিয়া ॥”
 স্বরূপের উপদেশে, বুঝে রঘুনাথ ।
 পীরিতি স্বরূপতত্ত্ব জগাইয়ের সাথ ॥



অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীএকাদশী

একদিন গৌরহরি, শ্রীগুণ্ডা পরিহরি',
'জগন্নাথবল্লভে' বসিলা ।

তুচ্ছ একাদশী দিনে কৃষ্ণনাম-সংকীৰ্তনে,
দিবস রজনী কাটাইলা ॥

সঙ্গে স্বরূপদামোদর, রামানন্দ, বক্রেশ্বর,
আর যত ক্ষেত্রবাসিগণ ।

প্রভু বলে,—“একমনে, কৃষ্ণনাম-সংকীৰ্তনে,
নিদ্রাহার করিয়ে বর্জন ॥

কেহ কর সংখ্যানাম, কেহ দণ্ডপরণাম,
কেহ বল রামকৃষ্ণকথা ।”

যথা তথা পড়ি সবে, ‘গোবিন্দ’ ‘গোবিন্দ’ রবে,
মহাপ্রেমে প্রমত্ত সর্বথা ॥

হেন কালে গোপীনাথ, পড়িছা সার্বভৌমসাথ,
গুণ্ডা-প্রসাদ লঞা আইল ।

অন্নব্যঞ্জন, পিঠা, পানা, পরমার, দধি, ছানা,
মহাপ্রভু-অগ্রেতে ধরিল ॥

প্রভুর আজ্ঞায় সবে, দণ্ডবৎ পড়ি’ তবে,
মহাপ্রসাদ বন্দিয়া বন্দিয়া ।

ত্রিযামা রজনী সবে, মহাপ্রেমে মগ্নভাবে,
অকৈতবে নামে কাটাইয়া ॥

প্রভু-আজ্ঞা শিরে ধরি', প্রাতঃস্নান সবে করি',
 মহাপ্রসাদ সেবায় পারণ ।
 করি' হৃষ্ট চিত্ত সবে, প্রভুর চরণে তবে,
 করজোড়ে করে নিবেদন ॥

শ্রীক্ষেত্র একাদশী—

“সর্বত্রত-শিরোমণি, শ্রীহরিবাসরে জানি,
 নিরাহারে করি জাগরণ ।
 জগন্নাথ-প্রসাদান, ক্ষেত্রে সর্বকালে মান্য,
 পাইলেই করিবে ভক্ষণ ॥
 এ সঙ্কটে ক্ষেত্রবাসে, মনে হয় বড় ত্রাসে,
 স্পষ্ট আজ্ঞা করিয়ে প্রার্থনা ।
 সর্ববেদ আজ্ঞা তব. যাহা মানে ব্রহ্মা শিব,
 তাহা দিয়া ঘূচাও যাতনা ॥”

শ্রীমহাপ্রভুর বিচার—

প্রভু বলে,—“ভক্তি-অঙ্গে, একাদশী-মান-ভঙ্গে,
 তিথি পরদিন নাহি রয় ॥
 শ্রীহরিবাসর-দিনে, কৃষ্ণনামরসপানে,
 তৃপ্ত হয় বৈষ্ণব স্মৃজন ।
 অহং রস নাহি লয়, অহং কথা নাহি কয়,
 সর্বভোগ করয়ে বর্জন ॥

প্রসাদ ভোজন নিত্য, শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃতা,

অপ্রসাদ না করে ভক্ষণ ।

শুদ্ধ একাদশী যবে, নিরাহার থাকে তবে,

পারনেতে প্রসাদ ভোজন ॥

অনুকল্পস্থানমাত্র, নিরন্তর প্রসাদপাত্র,

বৈষ্ণবকে জানিহ নিশ্চিত ।

অবৈষ্ণব জন যা'রা, প্রসাদ-হলেতে তা'রা,

ভোগে হয় দিবানিশি রত ।

পাপপুরুষের সঙ্গে, অনাহার করে সঙ্গে,

নাহি মানে হরিবাসর-ব্রত ॥

ভক্তি-অঙ্গ সদাচার, ভক্তির সম্মান কর,

ভক্তি-দেবী-কৃপা-লাভ হবে ।

অবৈষ্ণবসঙ্গ ছাড়, একাদশীব্রত ধর,

নামব্রতে একাদশী তবে ॥

প্রসাদসেবন আর শ্রীহরিবাসরে ।

বিরোধ না করে কতু বুঝহ অন্তরে ॥

এক অঙ্গ মানে, আর অল্প অঙ্গে দ্বৈষ ।

যে করে নির্বোধ সেই, জানিহ বিশেষ ॥

যে অঙ্গের যেই দেশকালবিশিষ্ট ।

তাহাতে একান্তভাবে হও ভক্তিরত ॥

সর্ব অঙ্গের অধিপতি ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন ।

আহে তেঁহ তুষ্ট তাহা করহ পালন ॥

একাদশী-দিতে তিদ্ধাহার বিসর্জিত ।
অন্য দিতে প্রসাদ নির্ঘালা সূসেবত ॥”

তুনিয়া বৈষ্ণব সব, আনন্দে গোবিন্দরব,
দণ্ডবত পড়িলেন তবে ।

স্বরূপাদি রামানন্দ, পাঠিলেন মহানন্দ,
‘উড়িয়া’ ‘গোড়ীয়া’ ভক্ত সবে ॥

ওরে ভাই !

গৌরান্ধ্র আমার প্রাণধন ।

অকৈতবে ভক্ত তাঁ’রে, যাবে তবে ভবপারে,
শীতল হইবে তনুমন ॥

শ্রীনামভজন ও একাদশী এক —

শ্রীনামভজন আর একাদশী-ব্রত ।

একতত্ত্ব নিত্য জ্ঞানি হও তাহে রত ॥



উনবিংশ অধ্যায়

নামরহস্যপটল

একদা গৌরান্দ্রচাঁদ চন্দ্রালোক পাঠিয়া ।
সমুদ্রেব তীরে আইল ভক্তবন্দ লঞা ।
হরিদাস সমাধের উপকণ্ঠে বসি' ।
সর্ব বৈষ্ণবের প্রতি বলে গৌরশশী ।

শ্রীনাথই একমাত্র ও শ্রেষ্ঠ সাধন—

“শুন হে ভক্তবন্দ ! কলিকালের ধর্ম ।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বিনা আর নাহি কর্ম ।
কর্ম-জ্ঞান-যোগ-ধ্যান দুর্বল সাধন ।
অপ্রাকৃত সম্পত্তি লাভের নহে ক্রম ।
ধর্মব্রত, তাগ, হোম সকলই প্রাকৃত ।
অপ্রাকৃতত্ব লাভে নাহি করে হিত ।
কৃষ্ণনাম উচ্চারণে, স্মরণে, শ্রবণে ।
অপ্রাকৃতসিদ্ধি হয়, বলে শ্রুতিগণে ॥
শ্রীনামরহস্য সর্বশাস্ত্রেতে দেখিবা ।
নাম উচ্চারণমাত্র চিৎসুখ লভিবা ॥

পদ্মপুরাণ ষষ্ঠ খণ্ড ৪৮ অধ্যায়, নামরহস্যপটলংঘণা :—

শ্রীশৌনক উবাচ—

নামোচ্চারণমাহাত্ম্যং শ্রুয়তে মহদভূতম্ ।
যত্বেচ্চারণমাত্রেণ নরো যায়াৎ পরং পদম্ ।
ভদ্রদম্বাধুনা স্মৃত বিধানং নামকীর্তনে ॥ ১ ॥

শ্রীমত উবাচ—

শৃণু শৌনক বক্ষ্যামি সংবাদং মোক্ষসাধনম্ ।
 নারদঃ পুষ্কবান্ পূৰ্বং কুয়ার তদ্বদামি তে ॥
 একদা যগুনাভীরে নিবিষ্টে শাস্ত্রমানসম্ ।
 সনৎকুমারং পপ্রচ্ছ নারদো রচিতাজ্জলিঃ ॥
 ক্ষত্বা নানাবিধান্ ধৰ্মান্ ধৰ্মব্যতিকরাংস্তথা ॥ ২ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

যৌহসে ভগবতা প্রোক্তা ধৰ্মব্যতিকরো নৃণাম্ ।
 কথং তস্য বিনাশঃ স্মাচ্ছাতার ভগবৎপ্রিয় ॥ ৩ ॥
 এই পটলের অর্থ কিছু বিশেষ করিয়া ।
 বলি স্বরূপ রামানন্দ শুন মন দিয়া ॥

শ্রীতামকীৰ্ত্তন কি ? —‘উচ্চারণ’—

‘উচ্চারণ’-শব্দে বুঝা শ্রীনামকীৰ্ত্তন ।
 ‘করে’ বা ‘মালায়’ সংখ্যা করে ভক্তগণ ॥
 সংখ্যা ছাড়ি’ অসংখ্য নাম কভু কভু হয় ।
 ‘উচ্চারণ’-শব্দে জানহ নিশ্চয় ॥

জপ ও কীৰ্ত্তন—

লঘুচারে ‘জপ’ হয়, উচ্চারে কীৰ্ত্তন ।
 স্মরণ-কীৰ্ত্তনে সব হয় ত’ গণন ॥
 কি প্রকারে নাম কৈলে সুকীৰ্ত্তন হয় ।
 শ্রীনামকীৰ্ত্তনে তাহা বিধান নিশ্চয় ॥

কীর্তন সর্বথা ও সর্বদা কর্তব্য—

শ্রীনামকীর্তন হয় জীবের নিতাধর্ম ।
জগতে বৈকুণ্ঠে জীবের এই মুখ্য কর্ম ॥
মায়াবদ্ধ জীবের এই মোক্ষ-সাধন হয় ।
মুক্তজীবের পক্ষে তাহা সাধ্যাবদি রয় ॥

ভক্তিহীন শ্রুতকার্য ত্যাজ্য—

ধর্মশাস্ত্র-উক্ত ভক্তিহীন ধর্ম যত ।
ভক্ত্যুদ্দেশ্য বিনা আর যত প্রকার ব্রত ॥
ভক্ত্যুখিত বিরাগ বাতীত যত ত্যাগ ।
ভক্তি-প্রতিকূল যজ্ঞ প্রাকৃত বিভাগ ॥
এই সব শ্রুতকর্ম সম্বন্ধ-বিচারে ।
ভক্তি-অনুকূল বলি' শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥
কলিকালে সেই সব জড়ধর্ম হইল ।
ভক্তি-অনুকূলা তাজি' ধর্ম নষ্ট ভেল ॥
অতএব কলিকালে নামসংকীর্তন ।
বিনা আর ধর্ম নাই শুন ভক্তগণ ॥
সে ধর্মের ব্যতিকর যাহাই দেখিবে ।
তাহাই বর্জিবে যত্নে ভক্তির প্রভাবে ॥

শ্রীসনৎকুমার উবাচ—

শৃণু নারদ গোবিন্দপ্রিয় গোবিন্দধর্মবিৎ ।
যৎ পৃষ্ঠং লোকনির্মুক্তিকারণং তমসং পরম্ ॥ ৩ ॥

তুমি ত' নারদ শ্রীগোবিন্দধর্মবেত্তা :
 গোবিন্দের প্রিয়, মায়াবন্ধনের ছেত্তা ॥
 লোকনিমুক্তির তেতু জিজ্ঞাসা তোমার ।
 ভব প্রশ্নোত্তরে জীব হবে তমঃ পার ॥
 কলিতে সকল ধর্মধর্ম তমোময় ।
 নামধর্ম বিনা জীবের সংসার নহে ক্ষয় ॥

অতএব তাম্য সর্বপাপক্ষয়—

সর্বাচারবিবর্জিতাঃ শঠব্রিয়োঃ ত্রাতা জগদ্বন্ধকাঃ
 দস্তাহকৃতিপানপৈশুণ্যপরাঃ পাপাশ্চ যে নিষ্ঠুরাঃ ।
 যে চাত্রে ধনদারপুত্রনিরতাঃ সর্বেহধমাস্তেহপি হি
 শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দশরণাঃ শুকাঃ ভবন্তি দ্বিজ ॥ ৫০ ॥
 শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দে শরণ যে লয় ।
 তা'র সর্বপাপ নামে নিশ্চয় হয় ক্ষয় ॥
 কৃষ্ণনাম ল'য়ে কাঁদে নিজ দোষ বলে ।
 অতি শীঘ্র তা'র পাপ যায় ভক্তিবলে ॥

কর্ম প্রায়শ্চিত্তে বাসনা তফ্ট হয় তা—

কর্মজ্ঞান-প্রায়শ্চিত্তে তা'র কিবা ফল ।
 সে ফল দুর্বল তাত, তা'র নাহি বল ॥
 এক কৃষ্ণনামে পাপীর যত পাপক্ষয় ।
 বহু জন্মে সেই পাপী করিতে নারয় ॥
 হেন পাপ স্মার্তশাস্ত্রে না আছে বর্ণন ।
 এক কৃষ্ণনামে যাহা না হয় খণ্ডন ॥

তবে কেন স্মার্তলোক প্রায়শ্চিত্ত করে ?
 সুকৃতি-অভাবে তা'র কর্মে মতি হরে ॥
 কর্মপ্রায়শ্চিত্তে কভু বাসনা না যায় ।
 জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্তে শোধে বাসনা হিয়ায় ॥

বাসনার মূল অবিद्या ভক্তিতে বিনষ্ট হয়—

পুনঃ কিছুদিনে সে বাসনা হয় স্থূল ।
 ভক্তিতে অবিद्या যায় বাসনার মূল ॥
 যে জন গোবিন্দপদে লইয়া শরণ ।
 নাম লয় কাকুভরে করয় রোদন ॥
 তা'র পক্ষে শ্রীমুখের বাক্য স্মমধুর ।
 জীবের মঙ্গল, গীতায় দেখহ প্রচুর ॥

শ্রীগীতা:—

“সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
 অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা ততঃ ।
 অপি চেৎ স্তূত্রাচরণো ভজতে মামন্তভাক্ ।
 সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমাগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ।
 ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধর্মাত্মা শখচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।
 কৌন্তেয় প্রতিজ্ঞানৌহি ন মে ততঃ প্রণশ্চতি ॥”

অতএব নামের ফল—

অতএব কর্মাদ প্রায়শ্চিত্তাদি পরিত্যজি ।
 বুদ্ধিমান জন ভজে প্রাণেশ্বর হরি ॥

“তমপি দেবকরং করুণাকরস্বাবর-জঙ্গম-মুক্তিকরং পরম্ ।
অতিচরন্ত্যপরাধপরা জনা য ইহ ভাবপতি প্রবনাম হি” ১৬ ।

কৃষ্ণনাম দয়াময় কৃষ্ণতেজোনয় ।
স্বাবর-জঙ্গম-মুক্তিদাতা সুনিশ্চয় ॥
নাম-অপরাধী তাহে করে অপরাধ ।
অতিচার আসি’ নাম ধর্মে করে বাধ ॥
সেই মহা-অপরাধীর দোষ, নামে হয় ক্ষয় ।
নাম বিনা জীববন্ধু জগতে না হয় ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

“কে তেহপরাধী বিপ্রেন্দ্র নামো ভগবতঃ কৃত্য ।
বিনিম্বস্তি নৃণাং কৃত্যং প্রাকৃতং হ্যানয়ন্তি চ ১”

নামাপরাধ—

ওহে গুরু সনৎকুমার কৃপা করি’ বল ।
নামে অপরাধ যতপ্রকার সকল ॥
নামরূপ মহাকৃত্য জীবের নিশ্চয় ।
সেই কৃত্য যাহে সাধকের নষ্ট হয় ॥
নামকে প্রাকৃত করি’ সাধন করাঞা ।
সামান্য প্রাকৃত ফলে দেয় কেলাইয়া ॥

শ্রীসনৎকুমার উবাচ—

“সত্যং নিন্দা নামঃ পরমপরাধঃ বিভ্রুতে
বতঃ খ্যাতিং যাতঃ কথম্ সহতে তদ্বিগর্হাম্ ২”

শ্রীনাম নাগী একত্ব—

মঙ্গলস্বরূপ বিষ্ণু পরতত্ত্ব হরি ।
অপ্রাকৃত স্বরূপেতে শ্রীব্রজবিহারী ।
“শিবশ্চ শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং
বিদ্যা ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ” । ৮ ।

নামাপরাধ হইতে মুক্তি—

দশটি নামাপরাধ ভিন্ন ভিন্ন করি' ।
বুঝিয়া লষ্টগে নাম-অপরাধে ত'রি' ।
এই শ্লোকে ছুই অপরাধের বিচার ।
করিয়া করহ শুদ্ধ নামের আচার ।
একান্ত-নামেতে আশ্রয় আছে যার ।
সাধুপদবাচ্য তেঁহ তারেন সংসার ।
জড়কর্মজ্ঞানচেষ্টা ছাড়ি' সেই জন ।
শুদ্ধভক্তিভাবে নাম করেন উচ্চারণ ।
নামের প্রচার একা তাঁহা হৈতে হয় ।
তাঁর নিন্দা কৃষ্ণনাম কভু না সহয় ।

সাধুনিন্দা—

সে সাধুর নিন্দা, তাঁতে লঘু-বুদ্ধি যার ।
বড় অপরাধ নামে নিশ্চয় তাহার ।
যত্নে এই অপরাধ করিয়া বর্জন ।
সেই সাধু-সঙ্গ-বলে করহ ভজন ॥ ক ॥

তাঁ'র নাম-রূপ-গুণ-লীলা অপ্রাকৃত ।
 তাঁহার স্বরূপ হৈতে ভিন্ন নহে তত্ত্ব ॥
 নাম নামী এক তত্ত্ব অপ্রাকৃত ধর্ম ।
 এ জড়জগতে তা'র নাহি আছে মর্ম ॥
 এই শুদ্ধজ্ঞানলাভ ভক্তিবলে হয় ।
 তর্কে বহু দূর, ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
 নিজ শুদ্ধসাধন আর সাধুগুরুবল ।
 দুইয়ের সংযোগে লভি' এ তত্ত্বমঙ্গল ॥
 এই তত্ত্বসিদ্ধি যতদিন নাহি হয় ।
 ততদিন প্রাকৃতবুদ্ধি কভু না ছাড়য় ॥
 ততদিন নাম করি' না পাই স্বরূপ ।
 নামাভাসমাত্র হয় ভজনবিরূপ ॥
 বহু যত্নে লভ তাই স্বরূপের সিদ্ধি ।
 শুদ্ধনামোচ্চারে পাবে পরংপদ-বুদ্ধি ॥
 যত্নসহ নিরন্তর নামাভাসে হরি ।
 নামেতে স্বরূপসিদ্ধি দিবে কৃপা করি' ॥

কৃষ্ণ সর্বেশ্বর, শিবাদি তাঁহার অংশ—

সর্বেশ্বর কৃষ্ণ, তাহে জানিবে নিশ্চয় ।
 শিবাদি দেবতা তাঁ'র অংশরূপ হয় ॥
 সেই সেই দেবের নামাদি গুণরূপ ।
 কৃষ্ণশক্তিদত্ত সিদ্ধ জানহ স্বরূপ ॥

এরূপ জানিলে শিববিফুতে অভেদে ।
জন্মিবে স্বরূপবুদ্ধি, গায় সর্ববেদে ॥
ভেদবুদ্ধি অপরাধ যত্নেতে ত্যজিবে ।
গুরুকৃপাবলে তবে ত্রীনাম ভজিবে ॥ খ ॥

“গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিবন্ধনং
তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্ ।
নাম্নো বলাদযন্ত হি পাপবুদ্ধি-
র্ন বিদ্যতে যমৈহি শুদ্ধিঃ” ১ ২ ৥

গুরু-কর্ণধারের অনাদর—

কৃপা করি’ যেই জন হরি দেখাইল ।
হরিনাম-পরিচয় করাইয়া দিল ॥
সেই মোর কর্ণধার গুরু মহাশয় ।
তাঁহারে অবজ্ঞা কৈলে নামাপরাধ হয় ॥ ক ॥
হীনজাতি পাণ্ডিত্যরহিত মস্ত্রহীন ।
নামের গুরুতে হেন বুদ্ধি অর্বাচীন ॥

শ্রুতিশাস্ত্রে অনাদর—

যেই শ্রুতিশাস্ত্র নামের ব্রহ্মত্ব দেখায় ।
অপার মাহাত্ম্য নামের জগতে জানায় ॥
তা’রে অনাদর করি’ কর্মাদি প্রশংসে ।
শ্রুতিনিন্দা বলি’ তা’রে সর্বশাস্ত্রে ভাবে ॥ খ ॥

নামে কলনাবুদ্ধি—

নাম নিত্যধন সদা চিন্ময় অগাধ ।

তাহাতে কলনাবুদ্ধি গুরু অপরাধ ॥ গ ॥

নামবলে পাপবুদ্ধি—

নামবলে পাপবুদ্ধি হৃদয়ে যাহার ।

সতত উদয় হয়, সেই ত' অসার ॥ ঘ ॥

নামে অর্থবাদ—

রোচনার্থী ফলশ্রুতি কর্মমার্গে সত্য ।

ভক্তিমার্গে নামফল সর্বকালে নিত্য ॥

অপ্রাকৃত নামের মাহাত্ম্য সীমাহীন ।

তা'তে যা'র 'অর্থবাদ' সেই অর্বাচীন ॥ ঙ ॥

এইসব অপরাধ বজ্র'নে নামের কৃপা—

এই পঞ্চ অপরাধ বজ্রিবে যতনে ।

তবে ত' নামের কৃপা লভিবে সাধনে ॥

“ধর্মব্রতত্যাগহতাদিসর্বভুক্তিহীনাসাম্যমপি প্রমাদঃ ।

অশ্রদ্ধধানে বিমুখেহপাণ্ডুর্ভূতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ” ॥ ১০ ॥

সর্ব শুভকর্ম প্রাকৃত—

বর্ণাশ্রমময় ধর্ম ধর্মশাস্ত্রে যত ।

দর্শপৌর্ণমাসী আদি তমোময় ব্রত ॥

দণ্ডী মুণ্ডী সন্ন্যাসাদি ত্যাগের প্রকার ।

নিত্য নৈমিত্তিক হোম আদির ব্যাপার ॥

অষ্টাদশ বড়দ যোগ আদি শুভ কর্ম ।
সকলই প্রাকৃত তত্ত্ব, এই সত্য মর্ম ।
উপায়রূপেতে তাঁরা উপেয় সাধয় ।
না সাধিলে জড় বট কিছু আর নয় ॥

ত্রীনাম উপায়, উপেয়—

নাম কিন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময় বাপার ।
সাধনে উপায়তত্ত্ব, সাধো উপেয়-সার ।
অতএব নামতত্ত্ব বিশুদ্ধ চিন্ময় ।
জড়োপায় কর্ম সহ সাম্য কভু নয় ॥

কর্মজ্ঞান সহ নাম তুল্য নহে—

কর্মজ্ঞান সহ নামে সাম্যবুদ্ধি যথা ।
নাম-অপরাধ গুরুতর ঘটে তথা ॥ ক ॥

অবিশ্বাসী জনে নাম উপদেশ—

নামে যাঁর বিশ্বাস না জন্মিল ভাগ্যাতাবে ।
তাঁকে নাম উপদেশি' অপরাধ পাবে ॥ খ ।
এই ছুই অপরাধ সৎগুরুকৃপায় ।
বহু যত্নে ছাড়ি' ভাই নামধন পায় ।
“ঋত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোহধমঃ ।
অহং-মমাদিপরমো নাস্মি নোপ্যপরাধকৃৎ” ॥ ১১ ॥

নামের মাহাত্ম্য সব জনি' শাস্ত্র হৈতে ।
তবু তাহে রতি যাঁর নৈল কোন মতে ॥

অহংতা মমতা-বুদ্ধি দেহেতে করিয়া ।
 লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাতে রহিল মজিয়া ॥
 পাপে রত হঞা পাপ ছাড়িতে না পারে ।
 নামে যত্ন করি' চেষ্টা করিবারে নারে ॥
 সাধুসঙ্গে মতি নহে অসাধু-বিষয়ে ।
 সুখ পায় বিবেক বৈরাগ্য ছাড়াইয়ে ॥
 এই ত' নামাপরাধ ঘটনা তাহার ।
 নামে রুচি নাহি পায় কৃষ্ণের সংসার ॥ ক ॥
 এই দশ অপরাধ নামাপরাধ হয় ।
 নামধর্মে বাধা দেয় স্মৃঙ্গল ক্ষয় ॥

“সৰ্বাপরাধকুদপি মৃত্যুতে হরিসংশয়ঃ ।
 হরেশ্যপরাধান্ যঃ কুৰ্বাদ্বিপদপাংসনঃ ।
 নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্ত্রাতুরত্যেব সনামতঃ ।
 নামো হি সৰ্বজ্ঞদো হপরাধাৎ পতত্যধঃ” ॥ ১২ ॥
 পাপ তাপ অপরাধ জীবের যত হয় ।
 শ্রীহরিসংশয়ে সব সন্ত হয় ক্ষয় ॥

কপির সংসার ছাড়িয়া কৃষ্ণের সংসার কর—

কলির সংসার ছাড়ি' কৃষ্ণের সংসার ।
 অকৈতবে করে যেই অপরাধ নাহি তা'র ॥

দীক্ষাকালে অট্টহবে শাস্ত্রনিবেদনে সৰ্বপাপক্ষয়—

পূর্বে যত পাপাদি বহু জন্মে করে ।
 হরিদীক্ষামাত্রে সেই সব পাপে ভরে ॥

আকৈতবে করে যবে আত্মনিবেদন ।
 কৃষ্ণ তাঁর পূর্বপাপ করেন ষণ্ডন ॥
 প্রায়শ্চিত্ত করিবারে তাঁর নাহি হয় ।
 দাঁড়ানাত্র পাপক্ষয় সর্বশাস্ত্রে কয় ॥
 নিকপটে হর্বাশ্রয় করে যেই জন ।
 সর্ব অপরাধ তাঁর বিনষ্ট তখন ॥
 আর পাপতাপে কভু রুচি নাহি হয় ।
 পুনঃ পাপ দূরে যায়, মায়া করে জয় ॥

সেবা-অপরাধ—

তবে তাঁর কভু হয় সেবা-অপরাধ ।
 সেই অপরাধে হয় ভক্তিক্রিয়াবাধ ॥
 সাধুসঙ্গে করে কৃষ্ণনামের আশ্রয় ।
 নামাশ্রয়ে সেবা-অপরাধ নষ্ট হয় ॥
 নামকুপা হৈলে জীব সর্বশুদ্ধি পায় ।
 কৃষ্ণের নিকট গিয়া করে শুদ্ধসেবার আশ্রয় ॥

সর্বদা নামাপরাধ বর্জনীয়—

কিন্তু যদি নাম-অপরাধ তাঁর হয় ।
 তবে পুনঃ অধঃপাত হইবে নিশ্চয় ॥
 সর্বজীব-বন্ধু নাম, তাঁর অপরাধ ।
 কোনক্রমে ক্ষয় নহে প্রাপ্তো হয় বাধ ॥
 নাম-অপরাধ ত্যাগ বহু যত্নে করি' ।
 লভে জীব সর্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় হরি ॥

“এবং নারদঃ শঙ্করেণ কৃপয়া মহং দুর্নানাং পরং
প্রোক্তং নাম স্মৃথাবহং ভগবতো বর্জং সদা যত্নতঃ ।
যে জ্ঞাত্যপি ন বর্জয়ন্তি সহসা নামাপরাধান্দশ
ক্ৰুদ্বা মাতরমপাতোজনপরাঃ খিচ্ছন্তি তে বালবৎ” ৷ ১৩ ৷

আমি পূর্বে শিবলোকে শঙ্করসন্নিধানে ।
নাম-অপরাধ-কথা জিজ্ঞাসিলাম গুনে ॥
বহুমুনিগণ মধ্যে শম্ভু কৃপা করি ।
আমায় উপদেশ করে কৈলাস-উপরি ॥
ভগবানের নাম সর্বজীবসুখাবহ ।
তা’তে অপরাধ সর্ব-অমঙ্গল-বহ ॥
মঙ্গল লাভিবে যা’র ইচ্ছা আছে মনে ।
সদা নাম-অপরাধ বর্জিবে যতনে ॥
সাধুগুরুসন্নিধানে বহু দৈন্ত্য ধরি’ ।
দশ-অপরাধ-তত্ত্ব লবে শিক্ষা করি’ ॥
অপরাধগুলি যত্নে জানিয়া ত্যজিবে ।
সত্বরে শ্রীহরি নামে প্রেম উপজিবে ॥
নাম পেয়ে অপরাধ বর্জন না করে ।
সহসা তাহারে দশ অপরাধ ধরে ॥

অপরাধ বর্জন না করিয়া নাম করা মূঢ়তা—

অপরাধ বুঝিয়া যে বর্জনে উদাসীন ।
তা’র হুঃখ নিরন্তর, সেই অর্বাচীন ॥

মায়ে ক্রোধ করি' বালক না করে ভোজন ।
 সুপথ্য অভাবে সদা ক্রেশর ভোজন ॥
 সেইরূপ অপরাধ বর্জন না করি' ।
 নাম করে মূঢ় নিজ শিব পরিহারি' ॥
 “অপরাধবিমুক্তো হি নাস্মি জপ্তঃ সদাচর ।
 নাস্মৈব তব দেবর্ষে সর্বাং সেৎসৃতি নাত্যতঃ” ১৪ ।
 সনৎকুমার বলে “ওহে দেবর্ষিপ্রবর ।
 নিরপরাধে নাম জপ সদাই আচর ॥
 নাম বিনা অন্ম পন্থা নাহি প্রয়োজন ।
 নামেতে সকল সিদ্ধি পাবে তবোধন ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

“সনৎকুমার প্রিয় সাহসানাং
 বিবেক-বৈরাগ্যাবিজিতানাম্ ।
 দেহপ্রিয়ার্থাভ্যুপহারণানা-
 মুক্তাপরাধাঃ প্রভবন্তি নো কথন্” ১৫ ।

ওহে সনৎকুমার ! তুমি সিদ্ধ হরিদাস ।
 অনায়াসে করিলে নামরহস্যপ্রকাশ ॥

সাধকের নামাপরাধ বর্জনোপায়—

সাধক আমবা আমাদের বড় ভয় ।
 অপরাধ-ত্যাগে যত্ন করুপেতে হয় ॥
 বিষয় মোদের বন্ধু তাহার সাহসে ।
 করিবে সকল কর্ম বন্ধ মায়াপাশে ॥

বিনেকবৈরাগ্যশূন্য দেহ প্রিয়জন ।
 অর্থস্বরূপে মোরা সদা পরায়ণ ॥
 কিক্রূপে সাধক-মনে অপরাধ দশ ।
 নাহি উপজিবে তাহা করহ প্রকাশ ॥

শ্রীসনৎকুমার উবাচ—

“জাতে নামাপরাধে তু প্রমাদে বৈ কথঞ্চন ।
 সদা সঙ্কীৰ্ত্তয়েন্মাম ভদেকশরণো ভবেৎ ॥
 নামাপরাধযুক্তানি নামাত্তেব হরস্ত্যযম্ ।
 অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তাত্তেবার্থকরাণি হি” ॥ ১৬ ॥
 নামেতে শরণাপত্তি যেই ক্ষণে হয় ।
 তখনই নামাপরাধের সত্ত্ব হয় ক্ষয় ॥
 তথাপি প্রমাদে যদি উঠে অপরাধ ।
 তাহাতেও ভক্তিতে হইয়া পড়ে বাধ ॥
 অপরাধ প্রমাদেতে হইবে যখন ।
 নামসংকীৰ্ত্তন তবে করিবে অনুক্ষণ ॥
 নামেতে শরণাগতি সুদৃঢ় করিবে ।
 অনুক্ষণ নামবলে অপরাধ যাবে ॥

নামই উপায়—

নামেই নামাপরাধ হইবেক ক্ষয় ।
 অপরাধ নাশিতে আর কারও শক্তি নয় ॥
 এ বিষয়ে মূলতত্ত্ব বলি হে তোমায় ।
 বুঝহ নারদ ! তুমি, বেদে যাহা গায় ॥

নামৈকং যন্ত বাচি স্বরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
 শুদ্ধং বা শুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত-রহিতং তারয়তোব সত্যম্ ।
 তচ্চেদেহদ্রবিরজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে
 নিদ্ধিপুং স্থান্ন কলজনকং শীঘ্রমেবাত্ত বিপ্র" । ১৭ ।

যা'র মুখে উচ্চারিত এক কৃষ্ণনাম ।
 বাহার স্বরণপথে এক নাম গুণধাম ॥
 যা'র শ্রোত্রমূলে তাহা প্রবেশ করিবে ।
 ব্যবহিত-রহিত হৈলে তখনই তারিবে ॥
 'ব্যবহিত' এই শব্দে দুই অর্থ হয় ।
 অন্ধরের ব্যবধানে নাম আচ্ছাদয় ॥
 অবিদ্যার আচ্ছাদনে প্রাকৃত প্রকাশ ।
 আন নামী একভাবে অবিদ্যা-বিনাশ ॥
 ব্যবহিত-রহিত হৈলে শুদ্ধনামোদয় ।
 বর্ণশুদ্ধাশুদ্ধিক্রমে দোষ নাহি হয় ॥
 অপ্রাকৃত নামে কৃষ্ণ সর্বশক্তি দিল ।
 কালাকাল শৌচাশৌচ নামে না রহিল ।
 সর্বকাল সর্বাবস্থায় শুদ্ধ নাম কর ।
 সর্ব সুভোদয় হ'বে সর্বাশুভ-হর ॥

অসংসঙ্গ ত্যাগপূর্বক নাম-গ্রহণ—

এমত-অপূর্ব-নাম সংযুক্ত যথা ।
 শীঘ্র শুভফলদাতা না হয় সর্বথা ॥

দেহ, ধন, জন, লোভ, পাষণ্ডসঙ্গক্রমে ।
 ব্যবহিত জন্মে, জীব পড়ে মহাত্মমে ॥
 অতএব সকলের আগে সঙ্গ তাজি' ।
 অনন্তশরণ লঞা নামমাত্র ভজি ॥
 নামকৃপাবলে হ'বে প্রমাদরহিত ।
 অপরাধ দূরে যা'বে, হইবেক হিত ॥
 অপরাধমুক্ত হঞা লয় কৃষ্ণনাম ।
 প্রেম আসি' নামসহ করিবে বিশ্রাম ॥
 অপরাধীর নামলক্ষণ কৈতব নিশ্চয় ।
 সে সঙ্গ যতনে ছাড়ি' কর নামাশ্রয় ॥
 "ইদং রহস্যং পরমং পুরা নারদঃ শঙ্করাৎ ।
 স্রুতং সর্বগুণভরমপরাধনিবারকম্ ॥
 বিদুর্বিষ্ণুভিধানং যে হৃদ্যপরাধপরা নরাঃ ।
 তেষামপি ভবেন্মুক্তিঃ পঠনাদেব নারদ" ॥ ১৮ ॥
 সনৎকুমার বলে,—“ওহে দেবর্ষিপ্রবর ।
 পূর্বের শ্রীশঙ্কর মোরে হঞা দয়াপর ॥
 শ্রীনামরহস্য সর্ব-অশুভ-নাশন ।
 অপরাধ-নিবারক কৈল বিজ্ঞাপন ॥
 অপরাধপর জন বিযুৎনাম জানি' ।
 পাঠ করিলেই মুক্তি লভে ইহা মানি" ॥

নামরহস্যপটল প্রচার—

ওহে স্বরূপ ! রামরায় ! এ নামরহস্য-
 পটল যতনে প্রচার করিবে অবশ্য ॥

কলিতে জীবের নাহি অস্ত্র প্রতিকার ।
 নামরহস্যেতে পাব হইবে সংসার ॥
 পূর্বের যুগে 'শিকাগে' যে তত্ত্ব कहিল ।
 এবে ব্যাসবাক্য তাহা পুনঃ দেখাইল ॥
 যতনে রহস্যপটল প্রচারিবে সবে ।
 সর্বক্ষণ আলোচিয়া নাম লবে তবে ॥

নামাচার্য ঠাকুর হরিদাসের অনুগত্যে শ্রীনামভজন—

পৃথিবীর শিরোমণি ছিল হরিদাস ।
 এই নামরহস্য সব করিল প্রকাশ ॥
 প্রচারিল আচরিল এই নামধর্ম ।
 নামের আচার্য হরিদাস, জ্ঞান মর্ম ॥
 হরিদাসের অনুগত হইয়া শ্রীনাম ।
 ভজিবে যে জন সেই নিতাসিদ্ধকাম ॥

একবিংশ অধ্যায়

নাম-মহিমা

একদিন কৃষ্ণদাস কাশীমিশ্রের ঘরে ।
আপন গোছারি কিছু কহিল প্রভুরে ॥
আজ্ঞা হয় শুনি কৃষ্ণনামের মহিমা ।
যে মহিমার ব্রহ্মা শিব নাহি জানে সীমা ॥
প্রভু বলে,—কৃষ্ণনামের মহিমা অপার ।
কৃষ্ণ নিজে নাহি জানে, কি জানিব জীব ছার ॥
শাস্ত্রে যাহা শুনিয়াছি কহিব তোমারে ।
বিশ্বাস করিয়া শুন যাবে ভবপারে ॥
সর্বপাপপ্রশমক সর্বব্যাদিনাশ ।
সর্বদুঃখবিনাশন কলিবাধাহ্বাস ॥
নারকি-উদ্ধার আর প্রারদ্ধ-খণ্ডন ।
সর্ব-অপরাধ-ক্ষয় নামে সর্বক্ষণ ॥
সর্ব-সৎ-কর্মের পুঁতি নামের বিলাস ।
সর্ববেদাধিক নামসূর্যের প্রকাশ ॥
সর্বতীর্থের অধিক নাম সর্বশাস্ত্রে কয় ।
সকল সৎকর্মাধিক্য নামেতে উদয় ॥
সর্বার্থপ্রদাতা নাম, সর্বশক্তিময় ।
জগৎ-আনন্দকারী নামের ধর্ম হয় ॥
নাম লঞা জগদ্বন্দ্য হয় সর্বজন ।
অগতির গতি নাম পতিতপাবন ॥

সর্বত্র সর্বদা সেবা সর্বমুক্তিদাতা ।
বৈকুণ্ঠপ্রাপক নাম হরিপ্রীতিদাতা ।
নাম স্বয়ং পুরুষার্থ ভক্তাদ্রপ্রদান ।
কৃতি-স্মৃতি-শাস্ত্রে আছে বহুত প্রমাণ ॥

নাম সর্বপাপবিনাশক—

সর্বপাপনাশ করা নামের একধর্ম ।
প্রথমে তাহাই সপ্রমাণ শুন মর্ম ।
পাপী অজামিল দেখ, বিবশ হইয়া ।
হরিনাম উচ্চারিল 'নারায়ণ' বলিয়া ।
কোটি কোটি জন্মে পাপ করিয়াছে যত ।
সে সকল হইতে মুক্ত হইল সাম্প্রত ।
“অয়ং হি কৃতনির্বেশো জন্মকোটিংহসামপি ।
যদ্ব্যজহার বিবশো নাম স্বস্তায়নং হরেঃ ॥” (ভা ৬।২।২৭)
শ্রী-রাজ-গো-ব্রাহ্মণ-ঘাতী মত্তরত ।
গুরুপত্নীপামৌ মিত্রদোহী চৌর্ঘব্রত ॥
এ সবে পাপ আর অন্য পাপচয় ।
হরিনাম-উচ্চারণে সব পরিস্কৃত হয় ।
পাপ সুনিষ্কৃত হৈলে কুফে হয় মতি ।
এইরূপে নামে জীবের হয় ত' সদৃগতি ॥
'স্তেনঃ স্বরাপো মিত্রকৃগ্ ব্রহ্মহা গুরুতরগঃ ।
শ্রীরাজপিতৃগোহস্তা যে চ পাতকিনোহপরে ।
সর্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্ ।
নাম্যব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতন্তুদ্বিষয়া মতিঃ ॥” (ভা ৬।২।২-১০)

ব্রতাদি নামের নিকট তুচ্ছ—

চান্দ্রায়ণব্রত-আদি শাস্ত্রোক্ত প্রকারে ।

পাপ হইতে পাপীকে নাহি সেরূপ নিস্তারে ॥

কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারিত যবে ।

সর্বপাপ হইতে জীব মুক্ত হয় তবে ॥

“ন নিষ্কৃতৈকদিতেব্রতাদিভি—

স্তথা বিস্তৃত্যভ্যস্যান্ ব্রতাদিভিঃ

যথা হরেনামণদৈকদাহুতৈ—

স্তদ্ব্রতমল্লোকগুণোপলভ্যকম্ ॥” [ভা ৬২:১১]

সঙ্কতে বা হেলায় নামগ্রহণ—

সঙ্কত বা পরিহাস স্তোভ হেলা করি’ ।

নামাভাসে কভু যদি বলে ‘কৃষ্ণ’ ‘হরি’ ॥

অশেষপাতক তার দূরে যায় তবে ।

শ্রীবৈকুণ্ঠ নীত হয় যমদূতের পরাভবে ॥

“সাক্ষেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা

বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥” [ভা ৬২:১৪]

পড়ি’ খসি’ ভগ্ন দষ্ট দন্ধ বা আহত ।

হইয়া বিবশে বলে ‘আমি হৈনু হত’ ॥

“পতিতঃ স্থলিতো ভগ্নঃ সন্দষ্টস্তপ্ত আহতঃ ।

হরিরিত্যবশেনাহ পুমারহ’তি যাতনাম্ ॥” [ভা ৬২:১৫]

‘কৃষ্ণ’ ‘হরি’ ‘নারায়ণ’ নাম মুখে ডাকে ।

যাতনা কখন আশ্রয় না করে তাহাকে ॥

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে বা—

অজ্ঞানে বা জ্ঞানে কৃষ্ণনাম-সংকীৰ্ত্তনে ।

সর্ব পাপ ভঙ্গ হয়, যথা কাষ্ঠ অগ্নিপার্শ্বে ॥

“অজ্ঞানাদপরা জ্ঞানাহুতমগ্নোকনাম যৎ ।

সংকীৰ্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ।” [ভা ভা২।১৮]

প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ সমস্ত পাপনাশ—

বর্তমান পাপ আর পূর্ব-ভুজার্জিত ।

ভবিষ্যতে হ'বে যাহা সে সকল হই ॥

অনায়াসে হবে কৃষ্ণনাম-সংকীৰ্ত্তনে ।

নাম বিনা বন্ধু নাহি জীবের জীবনে ॥

“বর্তমানস্ত যৎ পাপং বহুতং যদুবিষাতি ।

তৎসর্বং নির্দহত্যাশু গোবিন্দ-কীর্ত্তনানলঃ ।” [লঘু ভা]

দ্রোহকারীর মুক্তি—

মহীতলে সজ্জনের প্রতি পাপাচারে ।

নামকীর্ত্তনেতে মুক্তি লভে সর্ব নরে ॥

“সদা দ্রোহপরো যন্ত সজ্জনানাং মহীতলে ।

জায়তে পাবনো ধাতো হরেন্নামাহকীর্ত্তনাত্ ।” [লঘুভাঃ]

কোটি প্রায়শ্চিত্ত নামতুল্য নাহ—

শাস্ত্রে কোটি কোটি প্রায়শ্চিত্ত আছে কহে ।

কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনের তুল্য কেহ নহে ।

“বসন্তি যানি কোটিস্ত পাবনানি মহীতলে ।

ন তানি তত্ত ল্যং যান্তি কৃষ্ণনামাহকীর্ত্তনে ।” [ক্রমশঃ]

নামগ্রহণকারীর পাপ থাকে না—

হরিনাম যত পাপ নিহরণ করে ।

তত পাপ পাপী কভু করিতে না পারে ॥

“নামোহস্ত যাবতী শক্তিঃ পাপনিহরণে হরেঃ ।

তাবৎ কতুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ ॥” (কুর্গ পুঃ)

মনোবাক্কায়জ পাপ তত নাহি হয় ।

কলিতে গোবিন্দ-নামে নাহি হয় ক্ষয় ॥

“তন্মাস্তি কর্ণজং লোক-বাগ্জং মানসমেব বা ।

যন্ন ক্ষপয়তে পাশং কলৌ গোবিন্দকীর্তনম্ ॥” (স্কন্দ পুঃ)

নামে সর্বরোগ নাশ হয়—

নামে সর্বব্যাদিধ্বংস, সর্বশাস্ত্রে গায় ।

ওগো স্থানেশ্বরী ভক্ত বালহে তোমায় ॥

সত্য সত্য বলি, লহ বিশ্বাস করিয়া ।

‘অচ্যুতানন্দ’ ‘গোবিন্দ’ এই নাম উচ্চারিয়া ॥

কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাক শ্রীমধুসূদনে ।

সর্বরোগ নাশ করে শ্রীনামকীর্তনে ॥

“অচ্যুতানন্দ গোবিন্দ-নামোচ্চারণভাষিতাঃ ।

নশস্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥” (বৃহন্নারদীয়)

নামে মহাপাতকী পংক্তিপাবন হয়—

মহাপাতকীও অহনিশ হরিগানে ।

শুদ্ধ হঞা গণ্য হয় সুপংক্তিপাবনে ॥

“মহাপাতকযুক্তোহপি কীর্ত্তয়ন্ননীশং হরিম্ ।

উদ্ধাস্তঃকরণো হৃষা জায়তে পংক্তিপাবনঃ ॥” (ব্রহ্মাণ্ড পুঃ)

ভয় ও দড়-নিবারণ—

মহাব্যাধি-ভয়ও বা রাজদণ্ড-ভয় ।

নারায়ণ-সঙ্কীৰ্তনে নিরাতঙ্ক হয় ॥

“মহাব্যাধি-সমাচ্ছন্নো রাজবশোপপীড়িতঃ ।

নারায়ণেতি সংকীৰ্ত্য নিরাতঙ্কো ভবেন্নরঃ ॥ (বহি পুঃ)

সর্বরোগ-সর্বক্লেশ-উপদ্রব-সনে ।

অরিষ্টাদি-বিনাশ হয় হরি-উচ্চারণে ॥

“সর্বরোগোপশমনং সর্বোপদ্রবনাশনম্ ।

শান্তিদং সর্বারিষ্টানাং হরেনীমানুসংকীৰ্তনে ॥” (বৃহদবিঃ পুঃ)

যথা অভিবাযুবলে মেঘ দূরে যায় ।

সূর্যোদয়ে তমোনাশ অবশ্যই পায় ॥

তথা সঙ্কীৰ্তিত নাম জীবের বাসন ।

দূর করে স্বপ্রভাবে, এ বাসবচন ॥

“সংকীৰ্ত্তমানো ভগবাননন্তঃ

জ্ঞতানুভাবো বাসনং হি পুংসাম্ ।

প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্তাশেষং

যথা তমোহর্কোহভ্রমিবাতিবাতঃ ॥” (ভা ১২।১২।৪৮)

আৰ্ত্ত বা বিষয় শিথিলমনা ভীত ।

ঘোরব্যাদিক্রেশে আর না দেখে হিত ॥

‘নারায়ণ’ ‘হরি’ বলি’ করে সঙ্কীৰ্তন ।

নিশ্চয় বিমুক্তহঃখ সুখী সেই জন ॥

“আর্তা বিমগ্নাঃ শিথিলাশ্চ ভীতা
ঘোরেষু চ ব্যাধিষু বর্তমানাঃ ।
সংকীর্ত্য নারায়ণ-শব্দমেকং
বিমুক্তদুঃখাঃ স্থখিনো ভবন্তি ॥” (বিষ্ণুধর্মোত্তর)

অসীম শক্তিমান্ বিষ্ণু, তাঁহার কীর্তনে ।

যক্ষ-রক্ষ-বেতালাদি ভূতপ্রেতগণে ॥

বিনায়ক-ডাকিণ্যাদি হিংস্রক সমস্ত ।

পলায়ন করে সব দুঃখ হয় অন্ত ॥

সর্বানর্থনাশী হরি নাম সঙ্কীর্তন ।

ক্লুধা তৃষ্ণা স্থলিতাদি বিপদনাশন ॥

ইহাতে সংশয় যথা, নিশ্চয় তথায় ।

নামের বিক্রম কত না হয় উদয় ॥

বিশ্বাসে নামের কৃপা, অবিশ্বাসে নয় ।

এ এক রহস্য, ভক্ত জানিহ নিশ্চয় ॥

“কীর্তনাদেবদেবস্তা বিষ্ণোরমিততেজসঃ ।

যক্ষরাক্ষসবেতালভূতপ্রেতবিনায়কাঃ ॥

ডাকিণ্যো বিদ্রবন্তি স্বে তথ্যন্তে চ হিংসকাঃ ।

সর্বানর্থহরং ওস্ত নামসংকীর্তনং শ্রুতম্ ॥

নামসংকীর্তনং ক্লুধা ক্ষুব্ধটপ্রস্থলিতাদিষু ।

বিয়োগং শীঘ্রমাপ্নোতি সর্বানর্থৈর্ধনং সংশয়ঃ ॥” (বিষ্ণুধর্মোত্তর)

কলিকালকুসর্পের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা হেরি ।

ভয় না করিও ভক্ত, শুন শ্রদ্ধা করি ॥’

কৃষ্ণনাম-দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া ।

সে সর্পের দংষ্ট্রা দগ্ধ করিবে ফেলিয়া ॥

“কলিকালকুসর্পস্ত তীক্ষ্ণদংষ্ট্রো না ভয়াম্ ।

গোবিন্দনামদানেন দক্ষো যাস্যসি ভয়ানকাম্ ॥” (ব্রহ্মপুরাণ)

এই ঘোর কলিযুগে হরিনামাশ্রয়ে ।

কৃতকৃত্য ভক্তগণ তাক্ত-অন্যাস্রয়ে ॥

হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময় ।

এই নাম-সঙ্কীর্ণে বড় সুখোদয় ॥

সদা যেই গায় নাম বিশ্বাস করিয়া ।

কলিবাধা নাহি তা'র সদা শুদ্ধ হিয়া ॥

“হরিনামপরা যে চ ঘোরে কলিযুগে নরঃ ।

তে এব কৃতকৃত্যাস্চ ন কলি-বাধতে হি তান্ ॥

হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময় ।

ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন হি তান্ বাধতে কলি ॥” (বিষ্ণুস্মৃতি)

নারকী কীর্তন করে ‘হরি’ ‘কৃষ্ণ’ বলি’ ।

হরিভক্ত হইয়া যায় দিবাধামে চলি’ ॥

“যথা তথা হরেনাম কীর্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ ।

তথা তথা হরৌ ভক্তিযুগহস্তৌ দিবঃ যযুঃ ॥” (নারসিংহ)

প্রারব্ধখণ্ডন কেবল হরিনামে হয় ।

জ্ঞানকর্মে সেই কল কভু না মিলয় ॥

বিনা হরিকীর্তন কভু কর্মবন্ধ ।

খণ্ডন না হয়, মুমুক্তা নহে লক ॥

যে মুক্তি লভিলে আর না হয় কর্মসঙ্গ ।

রজঃস্তমোদোষহীন শূন্যমায়াসঙ্গ ॥

“নাতঃ পরং কর্মনিবন্ধকুন্তনং

স্মৃকতাং তীর্থপদানুকীর্তনাং ।

ন যৎ পুনঃ কর্মস্থ সঙ্কতে মনো—

রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোহত্থা ॥” (ভা ৬।২।৪৬)

মিয়মাণ ক্লিষ্ট জন পড়িতে খসিতে ।

বিবশ হইয়া কৃষ্ণ বলে কোনমতে ॥

কর্মার্গলমুক্ত হঞা লভে পরা গতি ।

কলিকালে যাহা নাহি লভে অশ্রু মতি ॥

“ব্রহ্মাযশেষঃ মিয়মাণ আতুরঃ

পতন্ স্বলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্ ।

বিমুক্তকর্মার্গল উত্তমাং গতিং

প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥” (ভা ১২।৩।৪৪)

শ্রদ্ধা করি’ নাম লইলে অপরাধকোটি ।

কমা করে কৃষ্ণ, যদি না থাকে কুটিনাটি ॥

ইহাতে বিশ্বাস যার না হয় সে জন ।

বড়ই হুঁতগা তা’র নাহিক মোচন ॥

“মহ নানানি লোকেহশ্বিন্ শ্রদ্ধয়া যন্ত কীর্তয়েৎ ।

ভস্মাপরাধকোটিঃ কমাযোবং ন সংশয় ॥ (বিষ্ণুস্মরণ)

মন্ত্র-তন্ত্র-হিত্র দেশ-কাল-বস্তু-দোষ ।

নামসঙ্কীর্ণনে যায়, পায় পরম সুস্থোষ ॥

সংকর্মপ্রধান নাম, তাহার আশ্রয়ে ।

অন্য সংকর্মের সিদ্ধি হইবে নিশ্চয়ে ॥

“মন্ত্রতন্ত্রদ্বিত্বং দেশকালান্বিতং ॥

সর্বং কৰোতি নিশ্চিদ্রমল্পসংকল্পং ॥” [ভা ৮২৩১৬]

সর্ববেদাধিক নাম, ইহাতে সংশয় ।

যে করে তাহার কল্প মঙ্গল না হয় ।

প্রণব কুষের নাম যাহা হৈতে বেদ ।

জন্মিল ব্রহ্মার মুখে বুঝা তত্ত্বভেদ ॥

ঋক-যজু-সামাথর্ব সে কৈল পঠন ।

‘হরি’ ‘হরি’ যার মুখে শুনি’ মনুক্ষণ ॥

“ঋগ্বেদো তি যজুর্বেদঃ সামবেদোপাথর্বণঃ ।

অধীতাস্তেন যেনোক্তঃ হরিরিত্যাকরষণম্ ॥” [বিষ্ণুধর্মোত্তর]

ঋক-যজু-সামাথর্ব পঠ কি কারণ ?

‘গোবিন্দ’ ‘গোবিদ’ নাম করহ কীর্তন ॥

“মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন ।

গোবিন্দেতি হরেনাম গেং গায়ত্ৰ নিত্যশঃ ॥” [স্বল্পপুঃ]

বিষ্ণুর প্রত্যেক নাম সর্ববেদাধিক ।

‘রাম’-নাম জান সহস্র নামের অধিক ॥

“বিষ্ণোরেকেকনামাপি সর্ববেদাধিকং যতম্ ।

ভাদৃক্ নামসহস্রৈঃ ‘রাম’-নামসমং যতম্ ॥” [পদ্মপুরাণ]

সহস্র নাম তিনবার আবৃত্তি করিলে ।

যেই কল হয় তাহা এক কৃষ্ণনামে মিলে ॥

“কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ।”

এই নাম সর্বক্ষণ ভক্ত সব কর হে ।

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥”

এই ষোল নামে সর্বদিক্ বজায় রহিল হে ।

সর্বফল সিদ্ধি লাভ এই ষোল নামে হইবে হে ।

“সহস্রনামাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্তা তু যৎ ফলম্ ।

একাবৃত্তা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥” [ব্রহ্মাণ্ড পুঃ]

তীর্থযাত্রাপরিশ্রমে কিবা ফল হ'বে ।

‘হরে কৃষ্ণ’ নিত্য গানে সব ফল পাবে ॥

কিবা কুরুক্ষেত্র-কাশী-পুষ্কর-ভ্রমণে ।

জিহ্বাগ্রেতে হরিনাম যার ক্ষণে ক্ষণে ॥

“কুরুক্ষেত্রেণ কিং তস্ত কিং কাশ্যা পুষ্করেণ বা ।

জিহ্বায়া বসতি যন্ত হরিরিত্যক্ষরধ্বন্য ॥” [স্বন্দপুঃ]

কোটি শত কোটি সহস্র তীর্থে যাহা নয় ।

হরিনামকীর্তনেতে সেই ফল হয় ॥

“তীর্থকোটী সহস্রানি তীর্থকোটীণিতানি চ ।

তানি সবাশ্রয়ঃপ্রোতি বিষ্ণোর্নামাহু কীর্তনাত ॥” [বামন পুঃ]

কুরুক্ষেত্রে বসি' বিধামিত্র ঋষি বলে ।

শুনিয়াছি বহু তীর্থনাম ধরাতলে ॥

হরিনামকীর্তনের কোটি-অংশ-তুল্য ।

কোন তীর্থ নাহি —এই বাক্য বহুমূল্য ॥

“বিশ্রুতানি দহাজেব তীর্থানি বহুধানি ১।

কোটাংনেনাপি তুল্যানি নামকীর্তনভো হরে: ১” [বিশ্বামিত্রসং]

বেদাগম বহু শাস্ত্রে কিণা প্রয়োজন ।

কেন করে লোক বহুতীর্থাদি ভ্রমণ ॥

আত্মমুক্তিবাঞ্ছা যার সেই সর্বক্ষণ ।

‘গোবিন্দ’ ‘গোবিন্দ’ বলি’ করুক কীর্তন ॥

“কিন্মাত বেদাগমশাস্ত্রবিস্তরৈ-

স্তীর্থৈরনৈকৈরপি কিং প্রয়োজনম্ ।

যত্নান্ননো বাঙ্কসি মুক্তিকারকং

গোবিন্দ-গোবিন্দ ইতি ক্ষুটং রুট ১” [নবুভা:]

সর্বসংকর্মাধিক নাম জানহ নিশ্চয় ।

এই কথা বিশ্বাসিলে সর্ববর্ধন হয় ॥

সর্ব-উপরাগে কোটি-কোটি-গুরুদান ।

প্রয়াগেতে কল্পবাস মাঘেতে বিধান ॥

অযুত যজ্ঞাদি কর্ম স্বর্ণমেরুদান ।

শতাতশেতে হরিনামের না হয় সমান ॥

“গোকোটিদানং গ্রহণে যগন্ত প্রয়াগগজোদকে কল্পবাসঃ ।

যজ্ঞাযুতং মেরুশ্রবর্ধদানং গোবিন্দকীর্তন সমং শতাতশৈঃ ১”

[নবুভা:]

ইষ্টাপূর্ত কর্ম বহু বহু কৃত হৈলে ।

তথাপি সে সব ভবহেতু শাস্ত্রে বলে ॥

হরিনাম অনায়াসে ভবমুক্তিধর ।

কর্মফল নামের কাছে অকিঞ্চিৎকর ॥

“ইষ্টাপূর্তানি কৰ্মাণি স্মৃহুনি কৃতান্যপি ।

ভবহেতুহি তাত্বেন হর্ষেনাম তু মুক্তিদম্, ৷” (বোধায়ন সং)

সাংখ্য-অষ্টাঙ্গাদি যোগে কিবা আশা ধর ।

মুক্তি চাও—গোবিন্দ-কীর্তন সদা কর ॥

মুক্তিও সামান্য ফল নামের নিকটে ।

হেলায় করিলে নাম জীবের মুক্তি ঘটে ॥

“কিং কৰ্ম্ময্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈর্নরনায়ক ।

মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্তনম্, ৷” (গরুড়পুঃ)

শূপচ হইলেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলি তারে ।

যাহার জিহ্বাগ্রে কৃষ্ণনাম নৃত্য করে ॥

সর্বতপ কৈল, সর্বদীর্ঘে কৈল স্নান ।

সর্ববেদ অধ্যয়নে আর্য মতিমান্ ॥

এইসব সাধনের বলে ভাগ্যবান ।

রসনায় সদা করে হরিনাম গান ॥

“অহো বত শূপচোহতো গরীশান্

যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভাম্, ।

তেপুস্তপস্তে জুহুঃ সন্নরার্বা

ব্রহ্মানুচ-নাম গুণস্তি যে তে ।” (ভা ৩।৩৩, ৭)

সর্ব-অর্থ-দাতা হরিনাম মহামন্ত্র ।

ফুকরিয়া বলে যত বেদাগমতন্ত্র ॥

হরিনামবলে সর্ব-ষড়্-বর্গ-দমন ।

রিপুনিগ্রহণ আর অধ্যাত্ম-সাধন

“১১২ বত্ৰ্ভগবৎপূজ্যং ত্রিগুণিগ্রহণং পরম্ ।

অধ্যাত্মমূলমেকং ত্রি বিষ্ণোর্নামাত্মকীর্তনম্ ।” (স্বতপুঃ)

গুণজ্ঞ সারভুক্ত আৰ্য কলিকৈ সম্মানে ।

সর্বস্বার্থ লভি' কলৌ নামসঙ্কীৰ্তনে ।

“কনিঃ সভাজবস্থার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ ।

যত্র সঙ্কীৰ্তনেনৈব সৰ্বং স্বার্থোহভিলভাতে ।” (ভা ১১।৭।৩৬)

সর্বশক্তিমান্ নাম কৃষ্ণের সমান ।

কৃষ্ণের সকল শক্তি নামে বর্তমান ।

দানব্রতস্তপস্তীর্থে ছিল বত্ৰ শক্তি ।

দেবগণে কর্মকাণ্ডে হইয়া বিভক্তি ।

রাজসূয়ে অশ্বমেধে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ।

সব আকর্ষণী কৃষ্ণ নিল আপন নামে ।

“দানব্রততপস্তীর্থেহেতাদীনাক্ষ বাঃ স্থিতাঃ ।

শক্তগো দেবমহতাং সর্বপাপহরাঃ শুভাঃ ।

রাজসূরাস্বমেধানাং জ্ঞানমধ্যাত্মবস্তনঃ ।

আকৃষ্য হরিণা সর্বাঃ স্থাপিতাঃ শ্রেয় নামসু ।” (স্বতপুঃ)

দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের সর্ব অর্থ শক্তি ।

যুক্ত সব নাম তাঁহি মধ্যো যাতে অনুরক্তি ।

সেই নাম সর্ব অর্থে যোজনা করিবে ।

সর্ব অর্থ শক্তি হইতে সকলই মিলিবে ।

“দ্ব্যর্থশক্তিয়ুক্তস্ত দেবদেবস্ত চক্রিণঃ ।

অচ্ছাভিকৃচিতং নাম তৎ সর্বার্থেষু যোজয়েৎ ।” (ব্রহ্মসুঃ)

হৃষীকেশ-সঙ্কীৰ্তনে জগদানন্দিত ।
 অনুরাগে হৃষ্টচিত্ত সৰ্বদা সম্প্রীত ॥
 দৈত্য রক্ষ ভীত হইয়া পলাইয়া যায় ।
 সিদ্ধসঙ্ঘ সদা প্রগমিত তাঁর পায় ॥
 যেই কৃষ্ণ সেই নাম, নামের প্রভাব ।
 উপযুক্ত বটে তাতে না থাকে অভাব ॥

“হানে হৃষীকেশ তব প্রকীৰ্তা।

জগৎ প্রহস্যাতানুরজ্যতে-চ ।

রক্ষাংসি ভীতানি দৃশ্যে দ্রবন্তি

সৰ্বে নমস্তস্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥” [গীতা ১১।৩৬]

বর্ণাদি বিচার নাহি শ্রীনামকীৰ্তনে ।

দীক্ষাপূৰ্ণা বিধি বাধা নাই গণে ॥

নারায়ণ জগন্নাথ বাসুদেব জনার্দন ।

যার মুখে সদা শুনি পূজা গুরু সেই জন ॥

শয়নে স্বপনে আর চিন্তিতে বসিতে ।

কৃষ্ণনাম করে যেই, পূজা সৰ্ব্বমতে ॥

“নারায়ণ জগন্নাথ বাসুদেব জনার্দন ।

ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে বৈ সৰ্বত্র বন্দিতাঃ ।

স্বপনং ভুঞ্জন্ রক্ষাংস্তিষ্ঠন্তিষ্টাং চ বদন্তথা ।

যে বদন্তি হরেনাম তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥” [বৃহন্নারদীয়]

শ্রী-শূদ্র-পুঙ্খ-যবনাদি কেন নয় ।

কৃষ্ণনাম গায়, সেও গুরু পূজা হয় ॥

শ্রীশূত্রঃ পুরুষো বাপি যে চাচ্ছে পাপযোনয়ঃ ।

কীর্ত্তয়সি হরিং ভক্ত্যা ভেভোহিগীহ ননো নমঃ ।”

[নারায়ণ-স্বাহত্ব]

অন্যগণিশূত্র ভোগী পর উপতাপী ।

ব্রহ্মচর্য জ্ঞানবৈরাগ্যাহীন পাপী ॥

সর্বধর্মশূত্র নামজপী যদি হয় ।

তাহার যে সুগতি তাহা সর্বধর্মিকের নয় ॥

“অনন্তগতয়ো মর্ত্যো নো গিনোহপি পরমুপাঃ ।

জ্ঞানবৈরাগ্যাহিত্যা ব্রহ্মচর্যাদিন জিতাঃ ।

সর্বধর্মোজ্জিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকভরতঃ ।

সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সবেহপি ধারিতাঃ ।” [শ্লোক]

হরিনামগ্রহণেব দেশকালের নিয়ম নাই ।

উচ্ছিষ্ট অশৌচে বিধি নিষেধ না পাই ॥

“ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা ।

নোচ্ছিষ্টোদো নিষেধোহস্তি শ্রীহরেনামি লুপক ” (বিষ্ণুধর্ম)

কৃষ্ণনাম সদা সর্বত্র করহ কীর্ত্তন ।

অশৌচাদি নাহি মান, নাম স্বতন্ত্র পাবন ॥

“চক্রাযুধস্ত নামানি সদা সর্বত্র কীর্ত্তয়েৎ ।

নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্মৈ ন পবিত্রকথো যতঃ ।” (স্বদেশ)

যজ্ঞে দানে স্নানে জপে আছে কালের নিয়ম ।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে কালকালচিন্তা মহাত্মম ॥

দেশ-কাল-নিয়মাদি নামে কভু নাই ।

কৃষ্ণকীর্ত্তন সদা করহ সবাই ॥

“ন দেশনিয়মো রাজন্ ন কালনিয়মস্তথা ।

বিদ্যতে নাত্ৰ সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীৰ্ত্তনে ।

কালোহস্তি দানে যজ্ঞে চ স্থানে কালোহস্তি সজ্জপে ।

বিষ্ণুসংকীৰ্ত্তনে কালো নাস্তাত্ৰ পৃথিবীতলে ।” [বৈষ্ণবচিন্তামণি]

সংসারে নির্বিঘ্নচিত্ত অভয়পদ চায় ।

হেন যোগীর জন্ম নাম একমাত্র উপায় ॥

“এতন্নিবিঘ্নমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্ ।

যোগিনাং নৃপ নির্গীতং হরেন্নামানুকীৰ্ত্তনম্ ।” [ভা ২।১।১১]

হরি নাম বিনা আর সহজ মুক্তিদাতা ।

কেহ নাহি ত্রিঙ্গগতে, নামই জীবের ত্রাতা ॥

একবার মুখে বলে ‘হরি’ হু’ অক্ষর ।

সেই জন মোক্ষপ্রতি বন্ধপরিকর ॥

“সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ।

বন্ধ-পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ।” [স্বন্দপুঃ]

জিতনিদ্র হঞা একবার ‘নারায়ণ’ বলে ।

শুদ্ধ-চিত্ত হঞা সেই নির্বাণপথে চলে ॥

“সকৃদুচ্চারয়েদ্যন্ত নারায়ণমতদ্বিতঃ ।

তদাস্তঃকরণো ভূত্বা নির্বাণমধিগচ্ছতি ।” [পদ্মপুঃ]

এ ঘোর সংসারে বলে বিবশে ‘হরে হরে’ ।

সত্বোমুক্ত হয়, ভয় তারে ভয় করে ॥

“আপন্নঃ সংপৃতিং যোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্ ।

ততঃ সত্বো বিমূঢ়োত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ।” [ভা ১।১।১৪]

মৃত্যুকালে বিবসে যে করে উচ্চারণ ।

তাঁর অবতার-নাম-লালা-বিড়ম্বন ॥

বহুদুর্ভাগ্যে সফসা ভাগ করি' ।

যায় সে পরমপদে ভাজে সেই হরি ॥

“সম্ভাবতারগুণকর্মবিড়ম্বনানি

নামানি যেহস্তুবিগমে বিবশা গুণাস্ত ॥

তেহনেকজন্মশমলং সহগৈব হিত্বা

সংযান্ত্যপারতমুতং তমজং প্রপদ্যে ॥” (ভাগবত ১৫)

চলিতে বসিতে স্বপ্নে ভোজনে শয়নে ।

কলিদমন-কুক্ষোচ্চায়ে বাক্যের পূরণে ॥

হেলাতেও করি' নাম নিজ স্বরূপ পাঞা ।

পরমপদ বৈকুণ্ঠে যায় নির্ভয় হইয়া ॥

“ব্রহ্মস্টিষ্ঠন্ স্বপন্নন্ শয়ন্ বাক্যপ্রপূরণে ।

নামসংকীর্তনং বিক্ষোহে'লয়া কলিধ্বজনন্ ॥

কৃত্বা স্বরূপতাং যাতি ভক্তিশুক্তং পরং ব্রজেন ॥” (বিষ্ণুঃ)

যেন তেন প্রকারেতে লয় কৃষ্ণনাম ।

তা'কে প্রীতি করে কৃষ্ণ করুণা-নিদান ॥

মদ্যপানে ভূতাবিষ্ট বায়ু-পীড়া-স্থলে ।

হরিনামোচ্চায়ে মুক্তি তাঁ'র করতালে ॥

“বাসুদেবস্ত সংকীর্তা শ্রাপো ব্যাধিতোহপি বা ।

মুক্তো জায়তে নিয়তং মহাবিকুঃ প্রসীদতি ॥” (বরাহপুঃ)

হরিনাম স্বতঃ পরমপুরুষার্থ হয় ।

উপেয়-মাদ্রল্য-ভব পরং ধনময় ॥

জীবনের ফল বস্তু কাশীখণ্ডে বলে ।

পদ্মপুরাণেও তাহা কহে বহুস্থলে ॥

“ইদমেব হি মাদ্ভ্যাং এতদেব ধনার্জনম্ ।

জীবিতস্য ফলকৈতদ্ যদ্যামোদরকীর্তনম্ ॥” (পদ্মপুঃ)

সর্ব মঙ্গলের হয় পরম মঙ্গল ।

চিত্তস্থ-স্বরূপ সর্ববেদবল্লীফল ॥

কৃষ্ণনাম লয় যেই শ্রদ্ধা বা হেলায় ।

নর-মাত্র ত্রাণ পায় সর্ববেদে গায় ॥

“মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং

সকলনিগমবল্লীসংফলং চিৎস্বরূপম্ ।

সকুদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা

ভৃগুবর নরমাত্রং তারযেৎ কৃষ্ণনাম ॥” (প্রভাসখণ্ড)

ভক্তির প্রকার যত শাস্ত্রে দেখা যায় ।

তঁহি মধো নামাশ্রয় শ্রেষ্ঠ বলি' গায় ॥

কষ্টেতে অষ্টাঙ্গ যোগে বিষ্ণুস্মৃতি সাধে ।

ওষ্ঠস্পন্দনেই শ্রেষ্ঠ কীর্তন বিরাজে ॥

“অঘচ্ছিৎস্মরণং বিষ্ণোর্বহ্মায়াসেন সাধ্যতে ।

ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্তনন্ত ততো বরম্ ॥” (বৈষ্ণব-চিত্তামণিঃ)

দীক্ষাপূর্বক অর্চন যদি শতজন্ম করে ।

তাহার জিহ্বায় নিত্য হরিনাম স্কুরে ॥

“যেন জন্মশতৈঃ পূর্বং বাহুদেবঃ সমর্চিতঃ ।

ভনুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥” (বৈষ্ণব-চিত্তামণিঃ)

সত্যযুগে বহুকালে যাত্রা তপোধানে ।
যজ্ঞাদি যজিয়া ত্রেতায় যেবা ফল টানে ॥
দ্বাপরে অর্চনাক্ষেতে পায় যেবা ফল ।
কলিতে হরিনামে পায় সে সকল ॥

“ধ্যান কৃতে যজন্ যজ্ঞে ত্রেতায়ঃ দ্বাপরে হর্ষন ॥
বদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীৰ্ত্তা কেশবম্ ॥” (বিষ্ণুপুঃ)
কলিকালে মহাভাগবতে বলি তারে ।

কীর্তনে যে হরি ভজে এ ভব-সংসারে ॥
“মহাভাগবতা নিত্যং কলৌ কুৰ্বন্তি কীর্তনম্ ॥” (যদুপুঃ)

চিদাম্বক হরিনাম বারেক উচ্চারে ।
শিব-ব্রহ্মা অনন্ততার ফল কহিতে নারে ॥

নামোচ্চারণমাহাত্ম্য অদ্ভুত বলি' গায় ।

উচ্চারণমাত্রে নর পরমপদ পায় ॥

“সকৃদুচ্চারণম্ভাব হরেনাম চিদাম্বকম্ ।

কলং নাশ্ত ক্রমো বক্তুং সহস্রবদনো বিধিঃ ॥

নামোচ্চারণ-মাহাত্ম্যে ক্রয়তে মহদদ্ভুতম্ ।

বহুচ্চারণমাত্রেন নরো যারায় পরং পদম্ ॥” (বৃহন্নারদীয়)

কৃষ্ণ বলে, — “শুন অর্জুন ! বলিব তোমায় ।

শ্রদ্ধায় হেলায় জীব মম নাম গায় ॥

সেই নাম মম হৃদি সদা বর্তমান ।

নামসম ব্রত নাই, নামসম জ্ঞান ॥

নামসম ধ্যান নাই, নামসম ফল ।

নামসম ত্যাগ নাই, নামসম বল ॥

নামসম পুণ্য নাই, নামসম গতি ।
 নামের শক্তিগানে বেদের নাহিক শক্তি ॥
 নামই পরমা মুক্তি, নামই পরমা গতি ।
 নামই পরমা শাস্তি, নামই পরমা স্থিতি ॥
 নামই পরমা ভক্তি, নামই পরমা মতি ।
 নামই পরমা প্রীতি, নামই পরমা স্মৃতি ॥
 জীবের কারণ নাম, নামই জীবের প্রভু ।
 পরম আরাধ্য নাম, নামই গুরু প্রভু ॥”

“শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ ।
 তেষাং নাম সদা পার্শ্ব বর্ততে হৃদয়ে মম ॥
 ন নামসদৃশং জ্ঞানং ন নামসদৃশং ব্রহ্ম ।
 ন নামসদৃশং ধ্যানং ন নামসদৃশং ফলম্ ॥
 ন নামসদৃশস্ত্যাগো ন নামসদৃশঃ শমঃ ।
 ন নামসদৃশং পুণ্যং ন নামসদৃশী গতিঃ ॥
 নান্যৈব পরমা মুক্তি-নান্যৈব পরমা গতিঃ ।
 নান্যৈব পরমা শাস্তি-নান্যৈব পরমা স্থিতিঃ ॥
 নান্যৈব পরমা ভক্তি-নান্যৈব পরমা মতিঃ ।
 নান্যৈব পরমা প্রীতি-নান্যৈব পরমা স্মৃতিঃ ॥
 নান্যৈব কারণং জন্তো-নান্যৈব প্রভুরেব চ ।
 নান্যৈব পরমারাধ্যং নান্যৈব পরমো গুরুঃ ॥” [আদিপুঃ]

হরিনাম মাহাত্ম্যের কভু নাহি পার ।

যে নাম শ্রবণে সত্ত্ব পুরুষ-উদ্ধার ॥

“যন্নাম সৰ্বচ্ছবণাং পুরুষোহপি বিমুচ্যতে সংসারাং ॥”

স্বপনে জাগ্রতে যেবা জন্মে কৃষ্ণনাম ।

কলিতে সে কৃষ্ণরূপী, কৃষ্ণের বিধান ॥

“কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি স্বপ্ন জাগ্রদ্ ব্রজংস্তথা ।

যথা উল্লিতি কলৌ নিত্যং কৃষ্ণরূপী ভবেদ্ধি সঃ ।” [বরাহপুঃ]

কৃষ্ণ বলি’ নিত্য অরে সংসার-সাগরে ।

জলোচ্ছিত পদ্ম যেন নরকে উদ্ধরে ॥

“বৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।

জলং হিত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরামাহম্ ।” [নরসিংহপুঃ]

কৃষ্ণনাম সর্বমুখ্য জীবের আশ্রয় ।

অশেষ পাপ হরে, সত্ত্ব পাপমুক্তি কর ॥

“নান্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরস্তপ ।

প্রায়শ্চিত্তমশেষাণাং পাপানাং মোচকং পরম্ ।” [শ্রীভাগবত]

নাম—চিন্তামণি, কৃষ্ণ, চৈতন্যস্বরূপ ।

পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, নামনামী একরূপ ॥

“নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যসবিগ্ৰহঃ ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ।”

[ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি পু বি ২।১০৮]

বিষ্ণুনাম, বিষ্ণুশক্তি যেই জন জানে ।

স্মৃতি প্রার্থনা করে অপ্রাকৃত জানে ॥

“ও আহস্ত জানস্তো নাম চিৎস্বিত্ত্বম্

মহন্তে বিষ্ণো স্মৃতিং ভজামহে । ও তৎ সৎ ও ।”

[ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ১৫৬ সূক্ত, ৩ ঋক]

হানেশ্বরী কৃষ্ণদাস বোড় করি' কর ।

বলে,—“প্রভু, এক বস্তু প্রার্থনা হামার ॥

“একুপ মাহাত্ম্য নামের শুনিবু অবশে ।

সর্বত্র সমান ফল নাহি হোয় কেনে ॥”

প্রভু বলে,—“শ্রদ্ধা-বিশ্বাস সকলের মূল ।

বিশ্বাস-অভাবে-কেহ নাহি লভে ফল ॥”

প্রভু বলে—“অন্তর্যামী নাম ভগবান্ ।

বিশ্বাসানুসারে ফল করেন প্রদান ॥

নামের মহিমা পূর্ণ বিশ্বাস না করে ।

নামের ফল নাহি পায়, নাম-অপরাধে মরে ॥

অর্থবাদ করে ফলে বিশ্বাস তাজিয়া ।

ফল নাহি পায়, থাকে নরকে পড়িয়া ॥

“অর্থবাদং হরেনাম্মি সম্ভাবয়তি যো নরঃ ।

স পাপিষ্ঠো মনুষ্যাণাং নিরয়ে পততি ক্ষুটম্ ॥”

[কাত্যায়নী সংহিতা]

“যন্মামকীৰ্ত্তনফলং বিবিধং নিশম্য

ন শ্রদ্ধাতি মনুতে যত্‌ত্বার্থবাদম্ ।

যো মানুষ্যস্তমিহ হৃঃপচয়ে ক্ষিপামি

সংসার-ঘোর-বিবিধাতিনিপীড়িতাঙ্গম্ ॥” [ব্রহ্মসংহিতা ।

শ্রী শ্রী প্রেমবিবর্ত সমাপ্ত





কতিপয় শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থ

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১ম ৩৫, ২য় স্বল্প ৩০,	ঐক্যবর্ধ	১৬-০০/২১-০০
৩য় স্বল্প (যন্ত্রহ) চতুর্থ স্বল্প (যন্ত্রহ) ৫ম স্বল্প	শ্রীমদ্ভাগবত শিখা	৩-৫০
৬ষ্ঠ স্বল্প ঐ ৭ম স্বল্প ঐ	অর্চনপদ্ধতি	২-০০
৮ম স্বল্প ঐ ৯ম ৩০-০০	শ্রীশ্রীভাগবতাকর্মরীচিমালা	১৫-০০
১০ম স্বল্প ১০০, ১১-১২শ ৫৫-০০	মহা ব্রহ্ম চরিতকথা	৩-০০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ১০০-০০	সচিত্র শ্রীকৃষ্ণলীলা	৪-৫০
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী ১ম ১৫-০০	ছোটদের সচিত্র চৈতন্যলীলা	৩-৫০
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী ২য় ২৫-০০	শ্রীচৈতন্যলীলামৃত	৩-০০
শ্রীমদ্ভাগবতগীতা ১৬-২১	শ্রীভগবৎসন্দর্ভ	৩৫-০০
শ্রীহরিনামচিহ্নমাণি ৩-৫০	উপদেশামৃত [টীকা ও অনুবাদসহ] ২-০০	
শ্রীশ্রীসরস্বতাবিষ্ণু -৭৫	শ্রীশিক্ষাষ্টক [টীকা ও অনুবাদসহ] ২-০০	
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ১-০০	চিত্রে নবদ্বীপ ৪-৫০	
শ্রীভজন-রহস্য ৩-৫০	প্রেমবিবর্ত ২-০০	
শ্রীভক্তি রসামৃত সিদ্ধ ৩৫ ০০	প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ৬-০০	
শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী (যন্ত্রহ)	শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুর (হিন্দী) ১-০০	
তত্ত্ববিবেক তত্ত্ব সূত্র, আত্মার সূত্র ২৫	গৌড়ীয় দর্শনে পরমার্থের আদ্যোক্ত ১৫	
শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ -৫০	শ্রীচৈতন্যদর্শনে শ্রীল প্রভুপাদ -১০, ১৫	
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ২-০০	শ্রীভাগবতধর্ম ১-০০	
শ্রীনবদ্বীপধাম ২-৫০	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২০-০০	
শ্রীলভূভাগবতামৃত ৬-০০	বিলাপকুসুমাজলী ২-০০	
শরণাগতি ১-০০ গীতাবলী ১-০০	শ্রীচৈতন্যোপদেশরত্নমালা ২-০০	
গীতমালা ১-০০ ; কল্যাণকল্পতরু ১-০০	Brahma-samhita ৬-০০	
সাধককণ্ঠমালা (১০ম সংস্করণ) ৪-০০	Navadvipa -75	
শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ৫-০০	The Bhagabata 1-00	
গৌড়ীয়কণ্ঠহার ১২-০০/১৭-০০	Sri Chaitanya's Concept of Theistic Vedanta 15-00	
শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা পুণ্ড ৩-০০	Sri Chaitanya Mahaprabhu 10-00	
শ্রীভক্তসংহিতা ৩-৫০	Sri Chaitanya's Teachings 20-00/20-00	

প্রাণিহান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পো: শ্রীমায়াপুর, জেলা : নদীয়া ।